كتاب الصرف : লেনদেন সংক্রান্ত পর্ব

1- عن عطاء أن ابا سعيد الخدري لـقـي ابن عباس فقال ارأيت قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب وبينهما فضل اشيء سمعته عن رسول الله ﷺ او شيء وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس اما كتاب الله عز وجل فلا اعلمه واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به منى ولكن حدثني اسامـة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الصرف لغة وشرعا ؟
2- ما معنـي الـربـا لـغـة وشرعا؟ وما هي علة الربا في الأموال الربوية؟
3- ما هي النسيئة؟
4- هل يجوز المعاملة الربوية مع البنك؟ بين بالوضاحة-
5- هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟
6- هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟
7- اكتب نبذة من سيرة ابي سعيد الخدرى (رض) -

১ম প্রশ্ন (হাদিস ও ব্যাখ্যা)

মূল হাদিস:

عن عبادة بن الصامت (رض) قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি এবং সুদের (রিবা) সংজ্ঞা নির্ধারণকারী মূল দলিল। একে 'হাদিসুল আসনাফে সিত্তাহ' (ছয়টি সুদযুক্ত

বস্তুর হাদিস) বলা হয়। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৮৭), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এবং ইমাম নাসায়ি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

জাহেলি যুগে মানুষ মুদ্রার বিনিময়ে বা খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত নিত (সুদ)। ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য এবং কোন কোন বস্তুতে কম-বেশি করলে সুদ হয়—তা নির্ধারণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) এই ঐতিহাসিক মূলনীতি ঘোষণা করেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ—(লেনদেন করতে হলে) সমান সমান (মিসলান বি-মিসলিন), বরাবর বরাবর (সাওয়াআন বি-সাওয়াইন) এবং হাতে হাতে (নগদ) হতে হবে। তবে যখন এই প্রজাতিগুলো ভিন্ন হবে (যেমন সোনার বদলে রুপা), তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা (কম-বেশি করে) বিক্রি করতে পারো, শর্ত হলো লেনদেনটি যেন হাতে হাতে (নগদ) হয়।"

ব্যাখ্যা:

- **আসনাফে সিত্তাহ:** হাদিসে ৬টি বস্তুর নাম এসেছে: সোনা, রুপা, গম, যব, খেজুর, লবণ। এগুলো হলো 'রিবাউই মাল'।
- **শর্ত:** একই জাতীয় বস্তু (যেমন সোনা দিয়ে সোনা) বদল করলে দুটি শর্ত: ১. ওজনে সমান হওয়া, ২. নগদ হওয়া।
- **ভিন্ন জাতি:** ভিন্ন জাতীয় বস্তু (যেমন সোনা দিয়ে রুপা) বদল করলে একটি শর্ত: ১. নগদ হওয়া (কম-বেশি জায়েজ)।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সুদ কেবল টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সোনা-রুপা এবং খাদ্যদ্রব্যেও সুদ হতে পারে। সমজাতীয় পণ্যে কম-বেশি করা হারাম (রিবা আল-ফজল) এবং বাকিতে লেনদেন করাও হারাম (রিবা আন-নাসিয়া)।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'সরফ' (الصرف)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম ও রুকন বর্ণনা করো। (ما معنى الصرف لغة وشرعا؟ بين حكمه واركانه)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'সরফ' (الصرف) শব্দের অর্থ হলো—ফেরানো, পরিবর্তন করা, বা বিকর্ষণ করা। টাকার শব্দ বা ঝনঝনানিকেও সরফ বলা হয়। যেহেতু এই ব্যবসায় টাকা হাতবদল হয়, তাই একে সরফ বলে।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়:

بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ جِنْسًا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ

অর্থ: মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা (সোনা-রুপা বা টাকা) বিক্রি করা, তা একই জাতীয় হোক বা ভিন্ন জাতীয়।

গ. হুকুম:

শর্তসাপেক্ষে সরফ বা মুদ্রা বিনিময় করা জায়েজ। তবে শর্ত লঙ্ঘন করলে তা হারামে (সুদে) পরিণত হয়।

ঘ. রুকন:

সরফের রুকন হলো—উভয় পক্ষের 'কবজ' (দখল) নিশ্চিত করা। অর্থাৎ বৈঠক ত্যাগ করার আগেই উভয় পক্ষকে তাদের মুদ্রা বুঝে পেতে হবে। বাকি রাখা যাবে না।

---

২. 'রিবা' (الربا) বা সুদের সংজ্ঞা দাও। রিবা কত প্রকার ও কী কী? (عرف الربا لغة وشرعا - وكم قسما له؟)

উত্তর:

ক. সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** রিবা অর্থ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, বা আধিক্য (Ziyadah)।
- **পারিভাষিক অর্থ (হানাফি):**

فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

অর্থ: বেচাকেনার চুক্তিতে কোনো এক পক্ষের জন্য মালের বিনিময়ে মাল ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয় (তাকে রিবা বলে)।

খ. প্রকারভেদ:

রিবা বা সুদ প্রধানত দুই প্রকার:

১. রিবা আল-ফজল (অতিরিক্ত সুদ):

একই জাতীয় রিবাউই পণ্য (যেমন ১ কেজি ভালো খেজুর) দিয়ে সেই জাতীয় পণ্য (যেমন ২ কেজি খারাপ খেজুর) হাতে হাতে বদল করা। এখানে ওজনের যে 'অতিরিক্ত' অংশ, তা হলো রিবা আল-ফজল। হাদিসের ৬টি বস্তুতে এটি হয়।

২. রিবা আন-নাসিয়া (মেয়াদি সুদ):

বিনিময়ের সময় এক পক্ষ নগদ দিল কিন্তু অপর পক্ষ বাকি রাখল। সময়ের কারণে যে সুদ হয়। যেমন—আজ ১ ভরি সোনা দিয়ে ১ মাস পর ১ ভরি সোনা নেওয়া। অথবা ঋণের বিপরীতে সুদ নেওয়া। এটি জাহেলি যুগের সুদ।

---

৩. সুদের 'ইল্লত' (কারণ) কী? এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতভেদ বিস্তারিত লেখ। (ما هي علة الربا عند الائمة؟ بين اختلاف ابي حنيفة والشافعي)

উত্তর:

হাদিসে যে ৬টি বস্তুর (সোনা, রুপা, গম, যব, খেজুর, লবণ) কথা বলা হয়েছে, কেবল এগুলোর মধ্যেই কি সুদ সীমাবদ্ধ, নাকি অন্য জিনিসেও (যেমন চাল, তেল, টাকা) সুদ হবে? এটি নির্ভর করে সুদের 'ইল্লত' বা কারণের ওপর।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

তাঁদের মতে, সুদের ইল্লত হলো দুটি গুণের সমন্বয়:

- **ক. আল-কদর (পরিমাণ):** বস্তুটি মাপা (Kayl) বা ওজন (Wazn) করা যায় এমন হতে হবে।
- খ. আল-জিন্স (জাত): বস্তুটি একই জাতের হতে হবে।

সিদ্ধান্ত: পৃথিবীতে যত জিনিস মাপা বা ওজন করা যায়, তাদের সমজাতীয় বিনিময়ে কম-বেশি করলে সুদ হবে। লোহা, তামা, চুন, চাল—সব এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ও জুমহুর:

তাঁদের মতে, ইল্লত ভিন্ন:

- **সোনা-রুপার ক্ষেত্রে:** ইল্লত হলো **'সামানিয়্যাত'** বা মুদ্রামূল্য। তাই কাগজী টাকাও এতে পড়বে।
- অন্য ৪টির ক্ষেত্রে: ইল্লত হলো 'তু'ম' বা ভক্ষণযোগ্যতা (খাদ্য হওয়া)।

সিদ্ধান্ত: যা খাওয়া যায় না (যেমন লোহা, চুন), তাতে শাফেয়ি মতে রিবা আল-ফজল (কম-বেশি) জায়েজ, কিন্তু হানাফি মতে নাজায়েজ।

---

৪. ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা বা ধাতু (যেমন সোনা ও রুপা) বিনিময়ের নিয়ম কী? (ما حكم بيع الذهب بالفضة؟)

উত্তর:

যখন দুটি ভিন্ন জাতের মুদ্রা বা ধাতু বিনিময় করা হয় (যেমন—সোনার বদলে রুপা, বা টাকার বদলে ডলার), তখন হাদিসের নির্দেশনা হলো:

"ফা-বিউ কাইফা শি'তুম ইজা কানা ইদান বি-ইয়াদিন" (তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো, যদি তা নগদ হয়)।

শর্তাবলি:

১. কম-বেশি জায়েজ: ওজনে বা পরিমাণে সমান হওয়া জরুরি নয়। যেমন—১ ভরি সোনার বদলে ৫০ ভরি রুপা নেওয়া জায়েজ।

২. হাতে হাতে (নগদ) হওয়া জরুরি: লেনদেনটি অবশ্যই ওই বৈঠকেই শেষ হতে হবে। এক পক্ষ দিল, অন্য পক্ষ বাকি রাখল—এমনটি হলে তা 'রিবা আন-নাসিয়া' বা হারাম হবে।

৩. ইফতিরাক (বৈঠক ত্যাগ): একে অপরের কাছ থেকে মুদ্রা বুঝে না নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।Getty Images

---

৫. "ইদান বি-ইয়াদিন" (হাতে হাতে)-এর ব্যাখ্যা কী? আধুনিক ব্যাংকিং বা অনলাইন লেনদেনে এটি কীভাবে প্রযোজ্য? (ما معنى يدا بيد؟ وكيف يطبق في العصر الحديث؟)

উত্তর:

অর্থ: 'ইদান বি-ইয়াদিন'-এর আক্ষরিক অর্থ হাতে হাতে। এর ফিকহি অর্থ হলো 'তাকাবুজ' বা পারস্পরিক দখল প্রতিষ্ঠা করা। মজলিস বা বৈঠক ত্যাগ করার আগেই লেনদেন সম্পন্ন করা।

আধুনিক প্রয়োগ:

বর্তমান যুগে ডিজিটাল লেনদেনে 'হাতে হাতে' সম্ভব নয়। ফকিহগণ এখানে 'কবজ হুকমি' (গঠনগত দখল)-এর ফতোয়া দিয়েছেন।

- **ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং:** আপনি টাকা দিলেন, আর সাথে সাথে আপনার একাউন্টে ডিজিটাল ব্যালেন্স জমা হলো। এই ব্যালেন্স জমা হওয়াটাই 'কবজ' হিসেবে গণ্য হবে।
- **অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং:** যদি স্পট ট্রেডিং (Spot Trading) হয় এবং সাথে সাথে একাউন্টে কারেন্সি জমা হয়, তবে জায়েজ। কিন্তু যদি ফিউচার ট্রেড (ভবিষ্যতে জমা হবে) হয়, তবে তা নাজায়েজ (সুদ)।

---

৬. রিবা বা সুদ হারাম হওয়ার হেকমত (প্রজ্ঞা) আলোচনা করো। (ما الحكمة في تحريم الربا؟)

উত্তর:

আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। এর হেকমতগুলো হলো:

১. শোষণ রোধ: সুদ দাতা গরিব এবং গ্রহীতা ধনী হলে শোষণ হয়। ঋণগ্রহীতা লাভ করতে না পারলেও সুদ দিতে বাধ্য থাকে, যা জুলুম।

২. পরিশ্রমের মর্যাদা: সুদ মানুষকে অলস বানায়। সুদখোর পরিশ্রম ছাড়াই অর্থের বিনিময়ে অর্থ আয় করে। ইসলাম শ্রম ও ব্যবসার ঝুঁকিকে উৎসাহিত করে।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ: সুদ সমাজ থেকে 'করজে হাসানা' (বিনা লাভে ঋণ) বা সহযোগিতার মনোভাব নষ্ট করে দেয়। সবাই স্বার্থপর হয়ে যায়।
৪. মুদ্রাস্ফীতি: সুদের কারণে অর্থের প্রবাহ ধনীদের কাছে আটকে থাকে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

---

৭. হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة عبادة بن الصامت رض)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম উবাদা, পিতা সামিত। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তাঁর উপনাম 'আবু ওয়ালিদ'। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারি ও ফকিহ।

মর্যাদা:

- তিনি মক্কায় অনুষ্ঠিত 'আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতে' অংশগ্রহণকারী নকিব (নেতা) ছিলেন।
- তিনি বদর, উহুদসহ সকল যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর সাথে ছিলেন।
- তিনি কুরআন সংকলন ও শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাসুল (সা.) তাঁকে 'আসহাবে সুফফা'র শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

শাসন ও বিচারকার্য:

হযরত ওমর (রা.) তাঁকে ফিলিস্তিনের প্রথম কাজি (বিচারপতি) হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে অন্যায়ের প্রতিবাদে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। বিশেষ করে সুদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৩৪ হিজরি সনে ফিলিস্তিনের রামাল্লা বা বাইতুল মাকদিসে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

2- عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غيبا منها بناجز -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- عرف الربا مع بيان الفرق بينه وبين البيع –
او- ما معنى الربا؟ ثم بين الفرق بين البيع والربا –
2- هل يجوز بيع الذهب بالدرهم او عكسه نسيئة؟ وما أراء العلماء فيه؟
او- هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟
3- هل يجوز الاستقراض من البنك بالربا؟ بين –
4- ما حكم الاستقراض من البنوك لبناء البيوت او شراء السيارات؟
5- الاشياء قبل ورود الشرع حرام ام مباح؟ اذكر اقوال العلماء فيه –
6- اثبت جواز البيع بالادلة الأربعة مع بيان الحكمة في مشروعيته –
7- تحدث عن عاقبة اكلة الربا على ضوء القران والسنة –
8- ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ فصل –
9- هل حرم الربا في ادوار كثيرة ام لا؟ ان كان الاول فما هي الادوار؟ بين موضحا -

---

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غيبا منها بناجز.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি মুদ্রা বিনিময় এবং রিবা (সুদ) সংক্রান্ত বিধানের অন্যতম ভিত্তি। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম, ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি এবং ইমাম আহমদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

তৎকালীন আরবে মুদ্রার মান সব সময় সমান থাকত না। কখনো পুরনো দিনার বা দিরহামের চেয়ে নতুনের দাম বেশি হতো। আবার অনেকে বাকিতে সোনা-রুপা কেনা-বেচা করত। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই সব ধরনের বৈষম্যমূলক ও বাকির লেনদেন বন্ধ করে রিবার পথ রুদ্ধ করার জন্য এই হাদিসটি ইরশাদ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"রুপার দিরহামের বিনিময়ে রুপার দিরহাম (বিনিময় করলে) কোনো অতিরিক্ত নেওয়া যাবে না। এবং সোনার দিনারের বিনিময়ে সোনার দিনার (বিনিময় করলে) একে অপরের ওপর প্রাধান্য দেবে না (কম-বেশি করবে না)। এবং এগুলোর অনুপস্থিত (বাকি)-টিকে উপস্থিত (নগদ)-এর বিনিময়ে বিক্রি করবে না।"

ব্যাখ্যা:

- **লা জিয়াদাহ (অতিরিক্ত নেই):** সমজাতীয় মুদ্রা (সোনা-সোনা বা রুপা-রুপা) বদল করলে ওজনে সমান হতে হবে। ক্যারেট বা মানের পার্থক্যের কারণে কম-বেশি করা যাবে না।
- **লা তাশুফফু (لا تشفوا):** এর অর্থ হলো—একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দিও না। অর্থাৎ ওজনে কম-বেশি করে এক পক্ষকে লাভবান করো না।
- **গাইবান বি-নাজিজিন (অনুপস্থিত বনাম উপস্থিত):** এর দ্বারা 'রিবা আন-নাসিয়া' বা বাকিতে বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারেন্সি এক্সচেঞ্জ অবশ্যই হাতে হাতে হতে হবে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সোনা ও রুপার নিজস্ব সত্তার বিনিময়ে লেনদেন করতে হলে দুটি শর্ত মানা ফরজ: ১. ওজনে সমান হওয়া, ২. বৈঠক ত্যাগ করার আগেই হাতে হাতে লেনদেন হওয়া। অন্যথায় তা সুদে পরিণত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রিবা' (সুদ)-এর সংজ্ঞা দাও এবং 'বাই' (ব্যবসা) ও 'রিবা'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। (عرف الربا مع بيان الفرق بينه وبين البيع)

উত্তর:

ক. রিবা-এর সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** রিবা (الربا) অর্থ হলো বৃদ্ধি, আধিক্য বা উঁচু হওয়া।
- **পারিভাষিক অর্থ:** হানাফি মাযহাব মতে—

هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

অর্থ: কারবারের মধ্যে কোনো এক পক্ষের জন্য মালের বিনিময়ে মাল ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয়, তাকে রিবা বা সুদ বলে।

খ. বাই (ব্যবসা) ও রিবা (সুদ)-এর পার্থক্য:

কাফেররা বলেছিল, "ব্যবসা তো সুদের মতোই"। আল্লাহ তা রদ করে দিয়েছেন। নিচে মৌলিক পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো:

১. **বৈধতা:**

- **বাই:** আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। (ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাই'আ)।
- **রিবা:** আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। (ওয়া হাররামার রিবা)।

২. **বিনিময় (Counter-value):**

- **বাই:** ব্যবসায় লাভের বিপরীতে ঝুঁকি (Risk) এবং শ্রম থাকে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা টাকা দেওয়া হয়।
- **রিবা:** সুদে টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়, যার বিপরীতে কোনো পণ্য বা ঝুঁকি থাকে না। এটি 'বিনা বিনিময়ে বৃদ্ধি'।

৩. **ঝুঁকি বণ্টন:**

- **বাই:** ব্যবসায় লাভ ও লোকসান উভয়ের সম্ভাবনা থাকে (আল-গুনমু বিল গুরমি)।
- **রিবা:** সুদে ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি নেয় না, সে কেবল নিশ্চিত লাভ চায়। এটি একতরফা জুলুম।

৪. **অর্থনৈতিক প্রভাব:**

- **বাই:** ব্যবসা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ায়।
- **রিবা:** সুদ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

---

২. সোনার বিনিময়ে দিরহাম (রুপা) অথবা এর উল্টোটি বাকিতে (নাসিয়া) বিক্রি করা কি জায়েজ? আলেমদের মতামত কী? (هل يجوز بيع الذهب بالدرهم او عكسه نسيئة؟ وما أراء العلماء فيه؟)

উত্তর:

মাসআলার স্বরূপ:

সোনা দিয়ে রুপা কেনা অথবা ডলার দিয়ে টাকা কেনা—এক্ষেত্রে জাতি (Genus) ভিন্ন, কিন্তু উভয়টিই 'সামানিয়্যাত' বা মুদ্রা। প্রশ্ন হলো, এটি বাকিতে করা যাবে কি না?

হুকুম ও মতভেদ:

সকল মাযহাবের (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ঐকমত্যে (ইজমা) ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা (সোনা ও রুপা) বাকিতে কেনা-বেচা করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ।

- **ইমামদের মত:** তাঁরা একমত যে, সোনা ও রুপা ভিন্ন জাতের হলে কম-বেশি করা জায়েজ (যেমন—১ ভরি সোনার বদলে ৫০ ভরি রুপা), কিন্তু **বাকিতে (নাসিয়া) জায়েজ নয়**।

দলিল:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

> অর্থ: সোনার বিনিময়ে রুপা হলো সুদ, যদি না তা হাতে হাতে (নগদ) হয়। (সহিহ বুখারি)

২. আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে: "লা তাবিউ গাইবান মিনহা বি-নাজিজিন" (অনুপস্থিত বস্তুকে উপস্থিত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করো না)।
আধুনিক প্রয়োগ:
কারেন্সি কনভার্ট করার সময় যদি ডলার দিয়ে বলা হয় "টাকা কালকে দেব", তবে তা সুদি কারবার হবে। অবশ্যই ওই বৈঠকেই (মজলিসে) লেনদেন শেষ করতে হবে।

---

৩. ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেওয়া (ইস্তিকরাজ) কি জায়েজ? (هل يجوز الاستقراض من البنك بالربا؟ بين)

উত্তর:
সাধারণ হুকুম:
প্রচলিত সুদি ব্যাংক থেকে সুদের শর্তে ঋণ নেওয়া ইসলামি শরিয়তে হারাম ও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা সুদ গ্রহীতা এবং দাতা উভয়কেই সমান অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন।

- **হাদিস:** হযরত জাবের (রা.) বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ
অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) লানত করেছেন সুদ যে খায়, যে সুদ দেয় (ঋণগ্রহীতা), যে লেখে এবং যে সাক্ষী থাকে—তাদের সবার ওপর। (সহিহ মুসলিম)

বাধ্যবাধকতা বা ইজতিরাব (Exception):
শরিয়তে 'দারুরাত' বা জান বাঁচানোর মতো চরম বাধ্যবাধকতা দেখা দিলে হারাম সাময়িকভাবে বৈধ হয়।

- যদি কেউ অনাহারে মারা যাচ্ছে বা চিকিৎসার অভাবে প্রাণহানি ঘটবে—এমন অবস্থায় করজে হাসানা বা অন্য কোনো উপায় না থাকলে, জীবন বাঁচাতে সুদি ঋণ নেওয়া জায়েজ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ অভাব, ব্যবসা বৃদ্ধি বা বিলাসিতার জন্য এটি কখনোই জায়েজ নয়।

- আল্লাহ বলেন: *"তবে যে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং সে সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপাচারী না হয়, তার কোনো পাপ নেই।"* (বাকারা: ১৭৩)

---

৪. বাড়ি নির্মাণ বা গাড়ি ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার হুকুম কী? (ما حكم الاستقراض من البنوك لبناء البيوت او شراء السيارات؟)

উত্তর:

বাড়ি বা গাড়ি মানুষের মৌলিক বা প্রয়োজনীয় চাহিদা হতে পারে, কিন্তু এগুলো সাধারণত 'জীবন-মরণ' সমস্যা (দারুরাত) নয়, বরং 'হাজাত' (প্রয়োজন) বা 'তাহসিনাত' (বিলাসিতা)-এর অন্তর্ভুক্ত।

১. প্রচলিত সুদি ব্যাংক (Interest-based Bank):

প্রচলিত ব্যাংক থেকে বাড়ি বা গাড়ির জন্য সরাসরি 'লোন' নেওয়া এবং তার ওপর সুদ দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এখানে অর্থের বিনিময়ে অর্থ (Money for Money) লেনদেন হয় এবং অতিরিক্তটা সুদ। নিজের বাড়ি না থাকলে ভাড়াবাসায় থাকা সম্ভব, তাই এটি সুদি লোন হালাল হওয়ার মতো 'ওজর' নয়।

২. ইসলামি ব্যাংক (HPSM/Murabaha):

যদি ইসলামি ব্যাংকিং নীতিমালার আলোকে লোন না নিয়ে 'বাই মুরাবাহা' (ব্যাংক গাড়ি কিনে লাভে আপনার কাছে বিক্রি করবে) অথবা 'হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক - HPSM' (মালিকানায় অংশীদারিত্ব ও ভাড়ার মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ) পদ্ধতিতে নেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ।

- এখানে ব্যাংক টাকা দেয় না, বরং ঘর বা গাড়ি কিনে দেয়। ফলে এটি 'রিবা' নয়, বরং 'বাই' (ব্যবসা)।

সতর্কতা: ইসলামি ব্যাংকের নামে যদি কেউ শুধু কাগজে-কলমে চুক্তি করে কিন্তু বাস্তবে টাকা দিয়ে দেয়, তবে তাও সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

৫. শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার আগের বস্তুগুলোর হুকুম কী? হারাম নাকি মুবাহ? (الاشياء قبل ورود الشرع حرام ام مباح؟ اذكر اقوال العلماء فيه)

উত্তর:

এটি 'উসুল আল-ফিকহ'-এর একটি তাত্ত্বিক মাসআলা। শরিয়ত নাজিল হওয়ার আগে বা ওহি পৌঁছানোর আগে মানুষের কাজ ও বস্তুর হুকুম কী ছিল?

১. আশআরিয়া ও শাফেয়ি মত:

তাঁদের মতে, শরিয়ত আসার আগে কোনো হুকুম নেই। এটি 'তাওয়াক্কুফ' (স্থগিত) বা অনির্ধারিত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ ওহি না আসা পর্যন্ত কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলা যাবে না এবং এর জন্য কোনো সওয়াব বা শাস্তি হবে না।

- **দলিল:** *"আমি রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।"* (সূরা বনি ইসরাইল: ১৫)

২. মুতাজিলা মত:

তাঁদের মতে, মানুষের 'আকল' (বিবেক) দিয়েই ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। যা বিবেকের কাছে ভালো তা ওয়াজিব, যা খারাপ তা হারাম।

৩. হানাফি মত (প্রাধান্যপ্রাপ্ত):

হানাফি মাযহাব মতে, মূলগতভাবে সব বস্তুই 'মুবাহ' (বৈধ), যতক্ষণ না তা ক্ষতিকর হয়। একে বলা হয় "আল-আসলু ফিল আশইয়া আল-ইবাহা" (বস্তুর মূল হলো বৈধতা)।

- শরিয়ত আসার আগেও বিবেক দিয়ে বোঝা যায় যে, সত্য বলা ভালো এবং মিথ্যা বলা খারাপ। উপকারী বস্তু খাওয়া বৈধ, বিষ খাওয়া অবৈধ। তবে পরকালের শাস্তি বা পুরস্কার শরিয়ত (ওহি) আসার পরই সাব্যস্ত হবে।

---

৬. বেচাকেনা (বাই) জায়েজ হওয়ার পক্ষে ৪টি দলিল দাও এবং এর হেকমত বর্ণনা করো। (اثبت جواز البيع بالادلة الأربعة مع بيان الحكمة في مشروعيته)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তের ৪টি মূল উৎসের আলোকেই বেচাকেনা বৈধ।

১. আল-কিতাব (কুরআন):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ: আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা: ২৭৫)

২. আস-সুন্নাহ (হাদিস):

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি বলেন:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

অর্থ: ব্যক্তির নিজ হাতের কাজ এবং প্রতিটি সৎ ব্যবসা। (মুসনাদে আহমদ)

৩. আল-ইজমা (ঐকমত্য):

সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ একমত যে, বেচাকেনা বৈধ। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

৪. আল-কিয়াস (যুক্তি):

মানুষের প্রয়োজন একে অপরের কাছে। বেচাকেনা ছাড়া এই প্রয়োজন মেটানো এবং সমাজ পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই যুক্তির দাবিতেই এটি বৈধ হওয়া আবশ্যক।

হেকমত (প্রজ্ঞা):

বেচাকেনার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়, জীবিকার ব্যবস্থা হয়, এবং সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। এটি না থাকলে চুরি-ডাকাতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো।

---

৭. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুদখোরের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করো। (تحدث عن عاقبة اكلة الربا على ضوء القران والسنة)

উত্তর:

ক. কুরআনের আলোকে:

১. আল্লাহর সাথে যুদ্ধঃ আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ "যদি তোমরা সুদ না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।" (বাকারাঃ ২৭৯)। এটি সবচেয়ে ভয়াবহ হুমকি।
২. শয়তানের আছরঃ "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন এমনভাবে দাঁড়াবে যেন শয়তান তাদের স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।" (বাকারাঃ ২৭৫)।
৩. জাহান্নামে চিরবাসঃ যারা সুদের দিকে ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামী এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।
খ. সুন্নাহর আলোকেঃ
১. লানতঃ রাসুল (সা.) সুদখোর, দাতা, লেখক ও সাক্ষীর ওপর লানত (অভিশাপ) দিয়েছেন।
২. রক্তের নদীঃ মেরাজের রাতে নবীজি (সা.) এক ব্যক্তিকে রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে এবং পাথর গিলতে দেখেছেন। জিজ্ঞেস করলে জিবরাইল (আ.) বলেন, "সে হলো সুদখোর।" (বুখারি)।
৩. মায়ের সাথে জিনাঃ রাসুল (সা.) বলেছেন, "সুদের ৭০টি পাপের স্তর রয়েছে। সবচেয়ে ছোট পাপ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।" (ইবনে মাজাহ)।

---

৮. সুদ হারাম হওয়ার হেকমত বা কারণগুলো বিস্তারিত লেখ। (ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ فصل)

উত্তরঃ

সুদ হারাম হওয়ার পেছনে অনেক আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক হেকমত রয়েছেঃ

১. সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধঃ সুদ ব্যবস্থায় টাকা শুধু ধনীদের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। গরিব আরও গরিব হয়। ইসলাম চায় সম্পদ সবার মধ্যে বন্টিত হোক।
২. প্রকৃত বাণিজ্যে উৎসাহঃ সুদ হলো অলস টাকা দিয়ে টাকা কামানো। ইসলাম চায় মানুষ ঝুঁকি নিক, ব্যবসা করুক এবং উৎপাদন বাড়াক। এতে কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

৩. জুলুম প্রতিরোধ: ঋণগ্রহীতা লাভ না করলেও তাকে সুদ দিতে হয়, যা জুলুম। ইসলাম ইনসাফ কায়েম করতে চায়।
৪. ভ্রাতৃত্ব রক্ষা: সুদ মানুষের মন থেকে দয়া-মায়া ও করজে হাসানার মানসিকতা দূর করে দেয়। সবাই স্বার্থপর হয়ে যায়।
৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: সুদের কারণে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, ফলে বাজারে দাম বাড়ে। সুদহীন অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে।

---

৯. সুদ কি বিভিন্ন পর্যায়ে হারাম হয়েছে? যদি তাই হয়, তবে পর্যায়গুলো (আদওয়ার) বর্ণনা করো। (هل حرم الربا في ادوار كثيرة ام لا؟ ان كان الاول فما هي الادوار؟ بين موضحا)

উত্তর:
হ্যাঁ, মদের মতো সুদও পর্যায়ক্রমে হারাম হয়েছে। মুফাসসিরদের মতে, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ৪টি পর্যায় বা স্তর রয়েছে:
১ম পর্যায় (সতর্কবার্তা - মক্কি যুগ):
সূরা রুম, আয়াত ৩৯।
"তোমরা মানুষের মালে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে সুদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না।"
এখানে সুদকে হারাম বলা হয়নি, কিন্তু নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এতে বরকত নেই।
২য় পর্যায় (ইঙ্গিত ও নিন্দা):
সূরা নিসা, আয়াত ১৬১।
"আর তাদের (ইহুদিদের) সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদের এ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল..."
এখানে পূর্ববর্তী উম্মতের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সুদ খাওয়া একটি পাপ কাজ, যার কারণে তাদের ওপর শাস্তি এসেছিল।
৩য় পর্যায় (আংশিক নিষেধাজ্ঞা):
সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০।
"হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।"

এখানে দ্বিগুণ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ (Ad'afan Muda'afah) নিষিদ্ধ করা হয়।

৪র্থ পর্যায় (চূান্ত নিষেধাজ্ঞা):

সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৮১।

"আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন... আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা..."

এই আয়াতের মাধ্যমে সব ধরনের সুদ, কম হোক বা বেশি, চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল বিদায় হজ্জের কাছাকাছি সময়ের আয়াত।

3- عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الربا؟ وما الفرق بينه وبين البيع؟
او- ما معنى الربالغة وشرعا ؟ أوضح الفرق بينه وبين البيع –
2- ما الاشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الفضل بينها ربا؟ وهل الربا منحصر فيها ؟
3- ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة الربا في الإموال الربوية؟
4- ما الحكمة في تحريم الربا؟
5- من حصل له مال حرام فما يفعل به؟ بين بيانا شافيا –
6- لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاع بصاعين وبيع صاعين بثلاثة؟ بين-
7- تحدث عن ربا الفضل وربا النسيئة بالايجاز –
او- اوضح الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة –
8- عرف الصاع مع ذكر أراء العلماء في تعيين مقداره –
او- ما هو مقدار الصاع؟ اذكر اختلاف العلماء فيه –
او- ما هو مقدار الصاع؟
9- اكتب أضرار الربا موجزا –
او- تحدث عن أضرار الربا موضحا –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি 'রিবা আল-ফজল' বা অতিরিক্ত সুদ থেকে বাঁচার উপায় এবং 'হিলায়ে শরয়ি' (বৈধ কৌশল)-এর একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২২০১, ২২০২) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৯৩) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

খায়বার ছিল খেজুর উৎপাদনের কেন্দ্র। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেখানে একজনকে গভর্নর বা আমিল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি নবীজি (সা.)-এর খেদমতে উন্নত মানের খেজুর পেশ করলে নবীজি অবাক হন এবং জানতে চান সব খেজুর এমন কি না। তিনি যখন জানালেন যে খারাপ খেজুরের বিনিময়ে ভালো খেজুর বেশি পরিমাণে দিয়ে বদল করা হয়েছে, তখন রাসুল (সা.) একে সুদ আখ্যা দিয়ে সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে খায়বারের গভর্নর (বা রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেন। তিনি (সেখান থেকে ফিরে) নবীজির কাছে 'জানিব' (খুব উন্নত মানের) খেজুর নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "খায়বারের সব খেজুর কি এই রকম?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! না, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এই (ভালো) খেজুরের এক 'সা' (পরিমাণ) গ্রহণ করি ওই (সাধারণ) খেজুরের দুই সা-এর বিনিময়ে; এবং দুই সা গ্রহণ করি তিন সা-এর বিনিময়ে।"

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: "এমনটি করো না (কারণ এটি সুদ)। বরং তুমি সাধারণ খেজুরগুলো (বাজারে) দিরহামের (টাকার) বিনিময়ে বিক্রি করো, অতঃপর সেই দিরহাম দিয়ে উন্নত মানের খেজুর কিনে নাও।"

ব্যাখ্যা:

- **জানিব (جنيب):** উন্নত, সুস্বাদু ও শক্ত খেজুর।
- **জাম'আ (الجمع):** বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত বা নিম্নমানের খেজুর।
- **সমস্যা:** খেজুর একটি রিবাউই পণ্য। একই জাতের পণ্য বদল করলে ওজনে সমান হতে হয়। এখানে ১ সা-এর বদলে ২ সা নেওয়া হয়েছে, যা ওজনে কম-বেশি হওয়ায় 'রিবা আল-ফজল' বা সুদে পরিণত হয়েছে। মান ভালো হওয়ার কারণে ওজনে কম দেওয়া শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- **সমাধান:** নবীজি (সা.) সরাসরি বদল না করে মাঝখানে 'দিরহাম' বা টাকাকে মাধ্যম বানাতে বলেছেন। একে আধুনিক ফিন্যান্সে বা ফিকহে 'তাওয়াররুক' বা মাধ্যম গ্রহণ বলা যেতে পারে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

একই জাতীয় রিবাউই পণ্যের বিনিময়ে কম-বেশি করা হারাম, যদিও গুণগত মানে পার্থক্য থাকে। এর সমাধান হলো—প্রথমটি বিক্রি করে টাকা নেওয়া এবং সেই টাকা দিয়ে দ্বিতীয়টি কেনা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রিবা' (সুদ)-এর অর্থ কী? এবং 'বাই' (ব্যবসা) ও 'রিবা'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما معنى الربا؟ وما الفرق بينه وبين البيع؟)

উত্তর:

ক. রিবা-এর সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, বিকাশ লাভ করা।
- **পারিভাষিক অর্থ (হানাফি):**

هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

অর্থ: কারবারের মধ্যে কোনো এক পক্ষের জন্য মালের বিনিময়ে মাল (Counter-value) ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয়, তাকে রিবা বলে।

খ. বাই ও রিবা-এর পার্থক্য:

১. বৈধতা: বাই হালাল (আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন), রিবা হারাম (সুদকে হারাম করেছেন)।

২. ঝুঁকি ও প্রতিদান: ব্যবসায় লাভের বিপরীতে ঝুঁকি (Risk) থাকে এবং পণ্যের বিনিময় থাকে। সুদে টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয় যেখানে দাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না।

৩. উদ্দেশ্য: ব্যবসার উদ্দেশ্য মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও মুনাফা। সুদের উদ্দেশ্য অন্যের সম্পদ শোষণ ও বিনা পরিশ্রমে সম্পদ বৃদ্ধি।

---

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন কোন জিনিসে কম-বেশি করাকে সুদ হিসেবে হারাম করেছেন? রিবা কি শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? (ما الاشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الفضل بينها ربا؟ وهل الربا منحصر فيها ؟)

উত্তর:

হারামকৃত ৬টি বস্তু (আসনাফে সিত্তাহ):

হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ৬টি বস্তুর নাম উল্লেখ করেছেন যাতে কম-বেশি করলে সুদ হয়:

১. সোনা (Gold)

২. রুপা (Silver)

৩. গম (Wheat)

৪. যব (Barley)

৫. খেজুর (Dates)

৬. লবণ (Salt)

রিবা কি এতেই সীমাবদ্ধ? (মতভেদ):

- **জাহেরি সম্প্রদায় (ইমাম দাউদ জাহেরি):** তাঁদের মতে, সুদ কেবল এই ৬টি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য কোনো জিনিসে (যেমন চাল বা লোহা) কম-বেশি করলে সুদ হবে না।
- **জুমহুর উলামা (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):** তাঁদের মতে, রিবা এই ৬টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই ৬টি বস্তুর মধ্যে যে 'ইল্লত' বা কারণ (যেমন মাপা বা ওজন করা) পাওয়া যায়, সেই কারণ অন্য যেকোনো বস্তুতে পাওয়া গেলে তাতেও সুদ হবে। যেমন—চালের বিনিময়ে চাল কম-বেশি করাও সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ চালও মাপা হয়।

---

৩. রিবাউই মালের মধ্যে সুদ হওয়ার 'ইল্লত' বা কারণ কী? (ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة الربا في الإموال الربوية؟)

উত্তর:

(সংজ্ঞা পূর্বে দেওয়া হয়েছে)

ইল্লত বা কারণ (Ratio Legis) সম্পর্কে মতভেদ:

হাদিসের ৬টি বস্তুর ওপর ভিত্তি করে অন্য বস্তুতে সুদ হবে কি না, তা নির্ধারণে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন 'ইল্লত' বা কারণ দর্শিয়েছেন:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.): ইল্লত হলো—

* কদরে জিন্স: বস্তুটি ওজনে বা মাপে বিক্রি হওয়া (Wazn/Kayl) এবং একই জাতের হওয়া।

* সিদ্ধান্ত: যা কিছু ওজন বা মাপে বিক্রি হয় (লোহা, তামা, চাল, ডাল), তাতেই সুদ হবে।

২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.): ইল্লত হলো—

* সামানিয়্যাত (মুদ্রামূল্য): সোনা ও রুপার ক্ষেত্রে।

* তু'ম (খাদ্য হওয়া): বাকি ৪টির ক্ষেত্রে।

* সিদ্ধান্ত: যা খাওয়া যায় না (যেমন লোহা), তাতে শাফেয়ি মতে কম-বেশি জায়েজ। কিন্তু যা খাদ্য (যেমন আপেল), তাতে সুদ হবে।

৩. ইমাম মালিক (রহ.): ইল্লত হলো—

* কুওত ও ইদ্দিখার: যা প্রধান খাদ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য। (যেমন চাল, গম)। যা পচনশীল (শাকসবজি), তাতে সুদ নেই।

---

৪. সুদ হারাম হওয়ার হেকমত কী? (ما الحكمة في تحريم الربا؟)

উত্তর:

১. শোষণ প্রতিরোধ: সুদ গ্রহীতা কোনো শ্রম ছাড়াই ঋণগ্রহীতার পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে, যা জুলুম।

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য: সুদ সম্পদকে গুটিকতক মানুষের হাতে কুক্ষিগত করে। ইসলাম সম্পদের সুষম বণ্টন চায়।

৩. পরিশ্রমের মর্যাদা: ইসলাম মানুষকে ব্যবসা ও শ্রমে উৎসাহিত করে। সুদ মানুষকে অলস ও পরনির্ভরশীল করে।

৪. ভ্রাতৃত্ববোধ: সুদের কারণে সমাজে একে অপরের প্রতি সাহায্য করার মানসিকতা (করজে হাসানা) নষ্ট হয়ে যায়।

---

৫. যার কাছে হারাম মাল (সুদের টাকা) জমা হয়েছে, সে তা কী করবে? (من حصل له مال حرام فما يفعل به؟ بين بيانا شافيا)

উত্তর:

কারো কাছে সুদের টাকা বা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ থাকলে তার করণীয় সম্পর্কে ফকিহগণের সমাধান হলো:

১. মালিক জানা থাকলে: যদি জানা যায় যে এই টাকা অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে (যেমন ঘুষ বা চুরি), তবে তা মূল মালিককে বা তার ওয়ারিশদের ফেরত দেওয়া ফরজ।

২. মালিক অজানা থাকলে: যদি মালিককে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয় (যেমন ব্যাংকের সুদের টাকা, যা বহু আমানতকারীর টাকার মিশ্রণ), তবে সেই টাকা বিনা সওয়াবের নিয়তে গরিব-মিসকিনদের বা জনকল্যাণমূলক কাজে (রাস্তাঘাট, টয়লেট নির্মাণে) দান করে দিতে হবে। একে 'তাসাদদুক' (দান) বলা হয়, কিন্তু সওয়াব আশা করা যাবে না, বরং ভারমুক্ত হওয়ার নিয়ত করতে হবে।

৩. মিশ্রিত সম্পদ: যদি হালাল ও হারামের মিশ্রণ থাকে, তবে প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে হারামের পরিমাণ আলাদা করে তা দান করে দিতে হবে এবং বাকিটা পবিত্র করে ভোগ করতে পারবে।

---

৬. রাসুল (সা.) কেন এক সা-এর বদলে দুই সা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন? (لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاع بصاعين وبيع صاعين بثلاثة؟ بين)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.) এই বিনিময়কে নিষেধ করেছেন কারণ এটি 'রিবা আল-ফজল' (অতিরিক্ত সুদ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

- কারণ: খেজুর একটি রিবাউই পণ্য। শরিয়তের নিয়ম হলো, একই জাতের রিবাউই পণ্য (যেমন খেজুর দিয়ে খেজুর) বদল করতে হলে—

১. ওজনে বা মাপে সমান হতে হবে।

২. গুণগত মান (ভালো-মন্দ) এখানে ধর্তব্য নয়।

যেহেতু এখানে ১ সা ভালো খেজুরের বিনিময়ে ২ সা খারাপ খেজুর নেওয়া হয়েছে, তাই ওজনে 'ফজল' বা আধিক্য হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে ওজনের এই বৃদ্ধিই সুদ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভালো মালের দাম বেশি মনে হলেও, বার্টার সিস্টেমে ওজনের সমতা ফরজ। এই প্রথা চালু থাকলে মানুষ মানের অজুহাতে সুদের দরজা খুলে দেবে।

---

৭. রিবা আল-ফজল এবং রিবা আন-নাসিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। (تحدث عن ربا الفضل وربا النسيئة بالايجاز)

উত্তর:

১. রিবা আল-ফজল (অতিরিক্ত সুদ):

- **সংজ্ঞা:** হাতে হাতে (নগদ) লেনদেনের সময় একই জাতীয় পণ্যের বিনিময়ে ওজনে বা পরিমাণে কম-বেশি করা।

- **উদাহরণ:** ১ কেজি ভালো চালের বিনিময়ে ১.৫ কেজি মোটা চাল বিক্রি করা। অথবা ১ ভরি নতুন সোনার বিনিময়ে ১.২ ভরি পুরনো সোনা নেওয়া। এটি হারাম।

২. রিবা আন-নাসিয়া (মেয়াদি সুদ):

- **সংজ্ঞা:** ঋণের বিপরীতে সময়ের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত নেওয়া হয়। অথবা বেচাকেনার সময় এক পক্ষ নগদ দিয়ে অন্য পক্ষ বাকি রাখা (রিবাউই পণ্যে)।
- **উদাহরণ:** কাউকে ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১ মাস পর ১১০ টাকা ফেরত নেওয়া। অথবা ১ ভরি সোনা দিয়ে ১ মাস পর ১ ভরি সোনা নেওয়া। এটি জাহেলি যুগের সুদ এবং কুরআনে নিষিদ্ধ প্রধান সুদ।

---

৮. 'সা' (الصاع)-এর পরিচয় দাও এবং এর পরিমাণ নিয়ে আলেমদের মতভেদ উল্লেখ করো। (عرف الصاع مع ذكر أراء العلماء في تعيين مقداره)

উত্তর:

ক. পরিচয়:

'সা' হলো তৎকালীন মদিনায় প্রচলিত একটি আয়তন বা পরিমাপের পাত্র (Volume Measure)। এটি দিয়ে শস্য মাপা হতো। ১ সা = ৪ মুদ।

খ. পরিমাণ নিয়ে মতভেদ:

আধুনিক কিলোগ্রামের হিসেবে ১ সা-এর পরিমাণ কত, তা নিয়ে হানাফি ও জুমহুরের মতভেদ আছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) - ইরাকি মত:

তাঁর মতে, ১ সা = ৮ রতল (তৎকালীন ওজনের একক)।

- **আধুনিক হিসেবে:** প্রায় **৩ কেজি ৩০০ গ্রাম** থেকে ৩ কেজি ৮০০ গ্রাম (শস্যভেদে)। হানাফি ফিতরা ও কাফফারার হিসেবে এটিই ধরা হয়।

২. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) - হিজাজি মত:

তাঁদের মতে, ১ সা = ৫.৩৩ রতল (৫ রতল ও ১/৩ রতল)।

- **আধুনিক হিসেবে:** প্রায় **২ কেজি ৪০০ গ্রাম** থেকে ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। এটি রাসুল (সা.)-এর যুগের মদিনার 'সা' হিসেবে প্রসিদ্ধ।

সমন্বয়: হানাফিগণ সতর্কতা হিসেবে ইরাকি (বড়) সা গ্রহণ করেছেন, যাতে গরিবরা বেশি পায়। আর জুমহুর মদিনার আমল গ্রহণ করেছেন।

---

৯. সুদের ক্ষতিকর দিকগুলো সংক্ষেপে লেখ। (اكتب أضرار الربا موجزا)

উত্তর:

১. নৈতিক ক্ষতি: সুদ মানুষের মন থেকে দয়া, সহানুভূতি ও ত্যাগের মানসিকতা দূর করে দেয়। মানুষ অর্থলিপ্সু ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

২. সামাজিক ক্ষতি: সুদ ধনী ও গরিবের ব্যবধান বাড়ায়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হয়, যা সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধি করে।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষতি: সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং প্রকৃত উৎপাদন ও ব্যবসা ব্যাহত করে। অলস অর্থের দৌরাত্ম্য বাড়ে।

৪. আধ্যাত্মিক ক্ষতি: সুদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। সুদখোরের দোয়া কবুল হয় না এবং তার ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হয়।

4- عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربي -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة الربا في الأموال الربوية؟ بين –
2- هل يجوز المعاملة الربوية مع البنك؟ بين بالوضاحة-
3- ما الفرق بين البيع بالمرابحة والبيع بالربا؟ بين –
4- هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟ بين –
5- هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟ بين –
6- هل يجوز الاستقراض من البنك بالربا؟ فصل –
7- اذكر النتائج القبيحة للاقتصاد الربوية –
8- ما هو وجه ذكر الاشياء الستة خاصة في الحديث؟ هل يجوز بيع غير هذه الاشياء بجنسه متفاضلا؟ بين بالتفصيل –
9- بين حكمة حرمة الربا في الشريعة الإسلامية –
10-اذكر نبذا من حياة عبادة بن الصامت (رض) بالايجاز

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربي.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি রিবা বা সুদের বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ দলিল। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৮৭), ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' এবং ফিকহুল মুয়ামালাতের মূলভিত্তি।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মানুষের লেনদেনে যেন কোনো প্রকার শোষণ বা জুলুম না থাকে এবং মুদ্রার মান যেন সংরক্ষিত থাকে, সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ৬টি প্রধান বস্তুর বিনিময়ের মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন কোনো সাহাবি ভুলবশত কম-বেশি লেনদেন করতেন, তখন রাসুল (সা.) তাঁদের সংশোধন করার জন্য এই হাদিসটি বর্ণনা করতেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"সোনার বিনিময়ে সোনা ওজন বনাম ওজন (সমান সমান), রুপার বিনিময়ে রুপা ওজন বনাম ওজন, গমের বিনিময়ে গম সমান সমান, যবের বিনিময়ে যব সমান সমান, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান (হতে হবে)। অতঃপর যে ব্যক্তি (বিনিময়ে) বেশি দিল অথবা বেশি চাইল, সে সুদের কারবার করল।"

ব্যাখ্যা:

- **মিছলান বি-মিছলিন (مثلا بمثل):** এর অর্থ হলো পরিমাণ বা ওজনে হুবহু সমান হওয়া। গুণগত মানে (ভালো-মন্দ) পার্থক্য থাকলেও ওজনে কম-বেশি করা যাবে না।
- **জাদা আউ ইজদাদা (زاد او ازداد):** যে বেশি দিল (দাতা) এবং যে বেশি চাইল বা নিল (গ্রহীতা)—উভয়েই সুদের গুনাহে সমান অপরাধী।
- **হুকুম:** এই হাদিস প্রমাণ করে যে, একই জাতীয় রিবাউই পণ্যের লেনদেনে কম-বেশি করা হারাম (রিবা আল-ফজল)।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সোনা, রুপা এবং খাদ্যদ্রব্য (গম, যব, খেজুর, লবণ) একে অপরের সাথে বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হাতে (নগদ) হতে হবে। অন্যথায় তা সুদে পরিণত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রিবা' (সুদ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং রিবাউই মালের মধ্যে সুদ হওয়ার 'ইল্লত' বা কারণ কী? (ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة الربا في الأموال الربوية؟ بين)

উত্তর:

ক. রিবা-এর সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** রিবা (الربا) অর্থ—বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত বা আধিক্য।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, *"বিনিময় চুক্তিতে (Buy) কোনো এক পক্ষের জন্য মালের বিনিময়ে মাল ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয়, তাকে রিবা বলে।"*

খ. সুদের ইল্লত (কার্যকারণ) - হানাফি ও অন্যান্য মত:

হাদিসে উল্লিখিত ৬টি বস্তুতে সুদ কেন হয় এবং অন্য বস্তুতে (যেমন চাল, তেল, লোহা) সুদ হবে কি না—তা নির্ধারণে ফকিহগণ 'ইল্লত' বা কারণ বের করেছেন:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.): তাঁর মতে ইল্লত হলো দুটি—

* কদরে জিন্স (قدر الجنس): অর্থাৎ বস্তুটি ওজনে (Wazn) বা মাপে (Kayl) বিক্রি হওয়া এবং একই জাতের হওয়া।

* সিদ্ধান্ত: পৃথিবীতে যা কিছু মাপা বা ওজন করা হয় (যেমন লোহা, তুলা, চিনি), তাতেই সুদ হবে। যা গণনা করে বিক্রি হয় (যেমন ডিম, নারিকেল), তাতে হানাফি মতে রিবা আল-ফজল (কম-বেশি) জায়েজ।

২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.): তাঁর মতে ইল্লত হলো—

* মুদ্রামূল্য (সামানিয়্যাত): সোনা-রুপার ক্ষেত্রে।

* খাদ্য হওয়া (তু'ম): বাকি ৪টির ক্ষেত্রে।

* সিদ্ধান্ত: যা খাওয়া যায় না (লোহা), তাতে সুদ নেই। কিন্তু যা খাদ্য (আপেল), তাতে সুদ আছে।

৩. ইমাম মালিক (রহ.): তাঁর মতে ইল্লত হলো—

* সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য (কুওত ও ইদ্দিখার): যা প্রধান খাদ্য এবং পচে না।

---

২. প্রচলিত ব্যাংকের সাথে সুদি লেনদেন করা কি জায়েজ? স্পষ্ট করে লেখ। (هل يجوز المعاملة الربوية مع البنك؟ بين بالوضاحة)

উত্তর:

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা (Conventional Banking) পুরোপুরি সুদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি শরিয়তে সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার হুকুম নিম্নরূপ:

১. আমানত রাখা (ফিক্সড ডিপোজিট/সেভিংস):

সুদের শর্তে ব্যাংকে টাকা রাখা এবং তার ওপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা (সুদ) গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। এই অতিরিক্ত টাকাটা রিবা। এটি গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধের শামিল।

২. ঋণ নেওয়া (Loan):

ব্যাংক থেকে সুদের শর্তে ঋণ নেওয়াও হারাম। কারণ ঋণগ্রহীতাই মূলত সুদদাতা। হাদিসে রাসুল (সা.) সুদদাতাকে লানত করেছেন।

৩. চাকরি করা:

যেহেতু সুদি ব্যাংকের মূল কাজই সুদের হিসাব-নিকাশ, তাই সেখানে চাকরি করা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে নাজায়েজ। কারণ হাদিসে সুদের লেখক ও সাক্ষীকেও লানত করা হয়েছে।

৪. কারেন্ট একাউন্ট ও প্রয়োজনে লেনদেন:

যদি জান-মালের নিরাপত্তার জন্য বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে (এলসি খোলা) ব্যাংকের সাহায্য নেওয়া জরুরি হয়, তবে সুদমুক্ত চলতি হিসাব (Current Account) ব্যবহার করা জায়েজ। আর যদি সেভিংস একাউন্ট খুলতে বাধ্য হয়, তবে অর্জিত সুদ নিজে ভোগ না করে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিবদের দান করে দিতে হবে।

৩. 'বাই মুরাবাহা' (লাভে বিক্রি) এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين البيع بالمرابحة والبيع بالربا؟ بين)

উত্তর:

অনেকে মনে করেন ইসলামি ব্যাংকের 'মুরাবাহা' (লাভে বিক্রি) এবং প্রচলিত ব্যাংকের সুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি ভুল ধারণা। মৌলিক পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. বস্তু বনাম টাকা:

- **মুরাবাহা:** এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এখানে ব্যাংক পণ্যটি (যেমন গাড়ি) নিজে কিনে মালিকানা নিয়ে তারপর গ্রাহকের কাছে লাভে বিক্রি করে। এখানে পণ্যের অস্তিত্ব জরুরি।
- **রিবা:** এটি টাকার ঋণ। ব্যাংক গ্রাহককে টাকা দেয় এবং টাকার ওপর অতিরিক্ত টাকা (সুদ) নেয়। কোনো পণ্য কেনা-বেচা হয় না।

২. ঝুঁকি (Risk):

- **মুরাবাহা:** পণ্যটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর আগে যদি নষ্ট হয়, তবে সেই ঝুঁকি ব্যাংকের (বিক্রেতার)।
- **রিবা:** টাকার ঝুঁকি পুরোটাই গ্রাহকের। ব্যাংকের কোনো ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেই, সে শুধু নির্দিষ্ট সুদ চায়।

৩. মূল্য নির্ধারণ:

- **মুরাবাহা:** একবার দাম (আসল+লাভ) ঠিক হয়ে গেলে তা আর বাড়ানো যায় না, এমনকি গ্রাহক টাকা দিতে দেরি করলেও।
- **রিবা:** সময় বাড়লে সুদের পরিমাণও বাড়তে থাকে (চক্রবৃদ্ধি)।

---

৪. সোনার বিনিময়ে দিরহাম (রুপা) অথবা এর উল্টোটি বাকিতে (নাসিয়া) বিক্রি করা কি জায়েজ? মতভেদসহ লেখ। (هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟ بين)

উত্তর:

মাসআলা: সোনা ও রুপা ভিন্ন জাতের, কিন্তু উভয়টিই মুদ্রা (সামানিয়্যাত)। একটি দিয়ে অন্যটি বাকিতে কেনা যাবে কি না?

হুকুম:

সকল মাযহাবের (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ঐকমত্যে (ইজমা) সোনা ও রুপা বাকিতে কেনা-বেচা করা হারাম এবং নাজায়েজ।

- **কারণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"সোনার বিনিময়ে রুপা সুদ, যদি না তা হাতে হাতে (নগদ) হয়।"* (বুখারি)।
- **কম-বেশি:** ভিন্ন জাত হওয়ার কারণে ওজনে কম-বেশি (তাফাজুল) করা জায়েজ (যেমন ১ ভরি সোনা = ৫০ ভরি রুপা), কিন্তু বাকিতে (নাসিয়া) করা যাবে না। অবশ্যই ওই বৈঠকেই লেনদেন শেষ করতে হবে।

---

৫. সোনার বিনিময়ে 'টাকা' (কাগজী মুদ্রা) দিয়ে কেনা-বেচা কি জায়েজ? (هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟ بين)

উত্তর:

টাকার শরয়ী হুকুম:

বর্তমান যুগের কাগজী মুদ্রা (টাকা, ডলার, রিয়াল) ফকিহদের মতে 'সামানে ইস্তিলাহি' বা প্রচলিত মুদ্রার হুকুম রাখে। অর্থাৎ সোনা-রুপার যে বিধান, টাকারও সেই বিধান।

সোনা বনাম টাকা:

সোনা এবং টাকা—দুটি ভিন্ন জাতের মুদ্রা।

১. কম-বেশি: সোনার বাজারদর অনুযায়ী টাকার পরিমাণ কম-বেশি হবে, এটি জায়েজ।

২. নগদ হওয়া: সোনা কেনার সময় টাকা নগদ দেওয়া এবং সোনা নগদ বুঝে নেওয়া ওয়াজিব।

- যদি টাকা দিয়ে বলা হয় "সোনা কালকে দেব" অথবা সোনা নিয়ে বলা হয় "টাকা কালকে দেব", তবে তা **'রিবা আন-নাসিয়া'** বা সুদে পরিণত হবে। কারণ সোনা ও টাকা উভয়টিই মুদ্রামানের অন্তর্ভুক্ত। তাই জুয়েলারি শপে বাকিতে সোনা কেনা নাজায়েজ। (তবে কিছু আধুনিক ফকিহ ক্রেডিট কার্ডে তাৎক্ষণিক পেমেন্টকে নগদের হুকুমে রেখেছেন)।

৬. ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেওয়া (ইস্তিকরাজ) কি জায়েজ? (هل يجوز الاستقراض من البنك بالربا؟ فصل)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এটি ২নং প্রশ্নের অনুরূপ। এখানে আরও বিস্তারিত)

ব্যাংক থেকে সুদের শর্তে ঋণ নেওয়া **হারাম ও কবিরা গুনাহ**। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।

- বাধ্যবাধকতা (Exception):

শরিয়তে 'দারুরাত' (চরম বাধ্যবাধকতা) হারামকে সাময়িকভাবে বৈধ করে। যেমন—কারো জীবন বাঁচানোর জন্য অপারেশন দরকার, কিন্তু সুদি ঋণ ছাড়া টাকা পাওয়ার আর কোনো হালাল উপায় নেই। এমন জীবন-মরণ সংকটে সুদি ঋণ নেওয়া জায়েজ হতে পারে, তবে তা কেবল প্রয়োজন পরিমাণ।

কিন্তু বাড়ি করা, গাড়ি কেনা, বা ব্যবসা বড় করার জন্য সুদি ঋণ নেওয়া কোনোভাবেই 'দারুরাত' নয় এবং তা হারামই থাকবে।

---

৭. সুদি অর্থনীতির কুফলগুলো উল্লেখ করো। (اذكر النتائج القبيحة للاقتصاد الربوية)

উত্তর:

সুদভিত্তিক অর্থনীতির ভয়াবহ কুফলগুলো নিম্নরূপ:

১. সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া: সুদ ব্যবস্থায় ধনীরা আরও ধনী হয় এবং গরিবরা নিঃস্ব হয়। সম্পদ গুটিকতক মানুষের হাতে আটকে থাকে।

২. মুদ্রাস্ফীতি: সুদের কারণে উৎপাদন খরচ বাড়ে, ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

৩. বিনিয়োগে স্থবিরতা: মানুষ যখন ঘরে বসে সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত আয় পায়, তখন তারা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায় না। এতে কর্মসংস্থান কমে যায়।

৪. সামাজিক অবক্ষয়: সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও নির্দয় বানায়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক চাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
৫. আধ্যাত্মিক ধ্বংস: সুদের টাকা ভক্ষণ করলে ইবাদত কবুল হয় না এবং বরকত উঠে যায়।

---

৮. হাদিসে এই ৬টি বস্তুর নাম নির্দিষ্ট করে বলার কারণ কী? এই ৬টি ছাড়া অন্য বস্তুতে (যেমন চালে) কম-বেশি করলে কি সুদ হবে? (ما هو وجه ذكر الاشياء الستة خاصة في الحديث؟ هل يجوز بيع غير هذه الاشياء بجنسه متفاضلا؟ بين بالتفصيل)

উত্তর:

৬টি বস্তুর উল্লেখের কারণ:

তৎকালীন আরবে এই ৬টি বস্তুই ছিল মানুষের লেনদেনের মূল মাধ্যম। সোনা-রুপা ছিল মুদ্রা, আর বাকি ৪টি ছিল প্রধান খাদ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম। তাই রাসুল (সা.) এগুলোকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অন্য বস্তুতে সুদ হবে কি? (কিয়াস):

- **জাহেরি মাযহাব:** সুদ কেবল এই ৬টি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য বস্তুতে (চাল, ডাল) কম-বেশি করলে সুদ হবে না।
- **জুমহুর উলামা (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি):** এই ৬টি বস্তুর 'ইল্লত' বা কারণ (মাপা/ওজন করা বা খাদ্য হওয়া) অন্য বস্তুতে পাওয়া গেলে তাতেও সুদ হবে।
    - **হানাফি মত:** যেহেতু চাল বা ডাল মাপা হয় (কাইলি), তাই ১ কেজি ভালো চালের বদলে ২ কেজি খারাপ চাল নেওয়া **হারাম (সুদ)**।
    - **লোহা/তামা:** যেহেতু এগুলো ওজন করা হয় (ওয়াযনি), তাই হানাফি মতে এগুলোতেও কম-বেশি করা সুদ।
    - **ব্যতিক্রম:** যা মাপা বা ওজন করা হয় না (যেমন ১টি মোবাইল দিয়ে ২টি মোবাইল), তাতে কম-বেশি জায়েজ।

---

৯. ইসলামি শরিয়তে সুদ হারাম হওয়ার হেকমত (প্রজ্ঞা) কী? (بين حكمة حرمة الربا في الشريعة الإسلامية)

উত্তর:

১. জুলুমের অবসান: ঋণগ্রহীতা লাভ না করলেও তাকে সুদ দিতে হয়, যা চরম অবিচার। ইসলাম ইনসাফ কায়েম করতে চায়।

২. পরিশ্রম ও উৎপাদন: সুদ মানুষকে অলস বানায়। ইসলাম চায় মানুষ শ্রম ও মেধার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করুক।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ: সুদ সমাজ থেকে 'করজে হাসানা' (বিনা লাভে ঋণ) বা সহযোগিতার মনোভাব নষ্ট করে দেয়। সুদ নিষিদ্ধ হলে মানুষ একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাহায্য করে।

৪. সম্পদের আবর্তন: সুদবিহীন যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে সম্পদ সমাজের সব স্তরে পৌঁছায়।

---

১০. হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اذكر نبذا من حياة عبادة بن الصامت (رض) بالايجاز)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম উবাদা, পিতা সামিত। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তাঁর উপনাম 'আবু ওয়ালিদ'।

ইসলামে অবদান:

- তিনি মক্কায় অনুষ্ঠিত 'আকাবার বাইয়াতে' অংশগ্রহণকারী ১২ জন নকিবের (নেতা) একজন ছিলেন।
- তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।
- তিনি কুরআনের হাফেজ এবং 'আসহাবে সুফফা'র শিক্ষক ছিলেন।

সত্যের ওপর অবিচলতা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি ফিলিস্তিনের বিচারক ছিলেন। তখন মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু মতের (সুদ সংক্রান্ত) বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে হাদিস শুনিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আপনার শাসনকার্যে

থাকার চেয়ে আমার নির্বাসন ভালো।" তিনি সত্যের ব্যাপারে আপসহীন ছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৩৪ হিজরি সনে ফিলিস্তিনের রামাল্লা বা বাইতুল মাকদিসে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

5- عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول خطب عمر فقال لا يشترى احدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا نقيرا بنقيرين اني أخشى عليكم الرماء واني لا اوتى باحد فعله الا أوجعته عقوبة في نفسه وماله –

عن ابن عمر قال خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اني اخاف عليكم الرماء –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة حرمة الربا؟ بين مع اختلاف الفقهاء –
2- هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟
3- ما هو الرماء؟
4- ما الفرق بين البيع والربا؟
5- ما هي المشاركة والمضاربة والسلم من البيوع؟ هات بالامثلة –
6- ميز بين البيع الفاسد والباطل مع بيان احكامهما بالامثلة –
7- ما الفرق بين الربح والربا؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول خطب عمر فقال لا يشترى احدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا نقيرا بنقيرين اني أخشى عليكم الرماء واني لا اوتى باحد فعله الا أوجعته عقوبة في نفسه وماله.

মূল হাদিস (২):

عن ابن عمر قال خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اني اخاف عليكم الرماء.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

উভয় বর্ণনা বা আছার হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খুতবা থেকে সংগৃহীত। এটি ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর সুনানুল কুবরা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এটি রিবা বা সুদের বিরুদ্ধে খলিফার কঠোর অবস্থানের দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে, তখন বাজারে বিভিন্ন মানের মুদ্রা চালু হয়। কিছু মানুষ ভালো মানের ১ দিরহামের বিনিময়ে সাধারণ মানের ২ দিরহাম নিতে শুরু করে। হযরত ওমর (রা.) এই সূক্ষ্ম সুদ বা 'রিবা আল-ফজল' সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করার জন্য খুতবা প্রদান করেন এবং শাস্তির ঘোষণা দেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: জাবালা ইবনে সুহাইম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, ওমর (রা.) খুতবা দিলেন এবং বললেন—"তোমাদের কেউ যেন দুই দিনারের বিনিময়ে এক দিনার ক্রয় না করে, দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম ক্রয় না করে, এবং দুই 'নাকির'-এর বিনিময়ে এক 'নাকির' ক্রয় না করে। আমি তোমাদের ওপর 'রামা' (সুদ)-এর আশঙ্কা করছি। আমার কাছে যদি এমন কাউকে আনা হয় যে এ কাজ করেছে, তবে আমি অবশ্যই তাকে শারীরিক ও আর্থিকভাবে কঠোর শাস্তি দেব।"

হাদিস-২ এর অনুবাদ: ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর (রা.) খুতবায় বললেন—"তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা এবং রুপার

বিনিময়ে রুপা বিক্রি করো না, তবে যেন সমান সমান (মিসলান বি-মিসলিন) হয়। এবং একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য (কম-বেশি) দিও না। আমি তোমাদের ওপর 'রামা' (সুদ)-এর ভয় করছি।"

ব্যাখ্যা:

- **নাকির (نقير):** খেজুরের আঁটির পিঠে যে ছোট বিন্দু বা গর্ত থাকে, তাকে নাকির বলে। অর্থাৎ অতি তুচ্ছ পরিমাণ জিনিসেও সুদ খাওয়া যাবে না।
- **রামা (الرماء):** এটি রিবা বা সুদেরই অপর নাম। আরবরা সুদকে 'রামা' বলত।
- **শারীরিক ও আর্থিক শাস্তি:** ওমর (রা.)-এর এই উক্তি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারক সুদের অপরাধে বেত্রাঘাত (শারীরিক) এবং মালামাল বাজেয়াপ্ত বা জরিমানা (আর্থিক) উভয় দণ্ড দিতে পারেন।

৪. الحاصل (সমাপনী):

একই জাতের মুদ্রার লেনদেনে কম-বেশি করা হারাম, তা পরিমাণে যত সামান্যই হোক। রাষ্ট্র এই অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'রিবা' (সুদ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং সুদ হারাম হওয়ার 'ইল্লত' বা কারণ নিয়ে ফকিহদের মতভেদ লেখ। (ما معنى الربا لغة وشرعا ؟ وما هي علة حرمة الربا؟ بين مع اختلاف الفقهاء)

উত্তর:

ক. রিবা-এর সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** রিবা (الربا) অর্থ—বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, স্ফীত হওয়া।

- **পারিভাষিক অর্থ (হানাফি):**

هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

অর্থ: লেনদেনের চুক্তিতে কোনো এক পক্ষের জন্য মালের বিনিময়ে মাল (Counter-value) ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয়, তাকে রিবা বলে।

খ. সুদের ইল্লত (কার্যকারণ) - মতভেদ:

হাদিসের ৬টি বস্তুতে (সোনা, রুপা, গম, যব, খেজুর, লবণ) কেন সুদ হয়, তার কারণ নিয়ে মতভেদ আছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.): ইল্লত হলো—

* কদরে জিন্স (قدر الجنس): অর্থাৎ বস্তুটি ওজনে (Wazn) বা মাপে (Kayl) বিক্রি হওয়া এবং একই জাতের হওয়া।

* প্রয়োগ: লোহা, তামা, চাল, ডাল—এগুলোতেও সুদ হবে কারণ এগুলো মাপা বা ওজন করা হয়।

২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.): ইল্লত হলো—

* সামানিয়্যাত (মুদ্রামূল্য): সোনা-রুপার ক্ষেত্রে।

* তু'ম (খাদ্য হওয়া): বাকি ৪টির ক্ষেত্রে।

* প্রয়োগ: যা খাদ্য নয় (যেমন লোহা), তাতে শাফেয়ি মতে কম-বেশি জায়েজ।

৩. ইমাম মালিক (রহ.): ইল্লত হলো—

* কুওত ও ইদ্দিখার: যা প্রধান খাদ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য।

২. সোনা ও রুপার বিনিময়ে 'টাকা' (কাগজী নোট) দিয়ে কেনা-বেচা কি জায়েজ? (هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟)

উত্তর:

বর্তমান যুগের 'টাকা' (Taka) বা কাগজী নোটকে ফকিহগণ 'সামানে ইস্তিলাহি' (প্রচলিত মুদ্রা) হিসেবে গণ্য করেন। এটি সোনা বা রুপার মতোই মূল্যের ধারক।

সোনা/রুপা ও টাকার লেনদেনের বিধান:

সোনা এবং টাকা—দুটি ভিন্ন জাতের মুদ্রা। এদের লেনদেনে রিবার নিয়ম হলো:

১. কম-বেশি জায়েজ (তাফাজুল): যেহেতু জাত ভিন্ন, তাই ওজনে বা পরিমাণে সমান হওয়া জরুরি নয়। বাজারদর অনুযায়ী ১ ভরি সোনার দাম ১ লক্ষ টাকা হতে পারে। এটি জায়েজ।

২. নগদ হওয়া জরুরি (হুলুল): লেনদেনটি অবশ্যই 'ইদান বি-ইয়াদিন' (হাতে হাতে) হতে হবে। অর্থাৎ টাকা দেওয়া এবং সোনা বুঝে নেওয়া—উভয়টি একই বৈঠকে হতে হবে।

- **বাকির হুকুম:** যদি টাকা দিয়ে বলা হয় "সোনা কালকে নেব" অথবা সোনা নিয়ে বলা হয় "টাকা পরে দেব", তবে তা **'রিবা আন-নাসিয়া'** বা সুদে পরিণত হবে এবং হারাম হবে।

---

৩. 'আর-রামা' (الرماء) কী? (ما هو الرماء؟)

উত্তর:

পরিচয়:

'আর-রামা' (الرماء) শব্দটি আরবি 'রাবা' (ربا) শব্দের সমার্থক বা প্রতিশব্দ।

- **আভিধানিক অর্থ:** বৃদ্ধি বা আধিক্য। 'আরমা' অর্থ—সে সুদি কারবার করল।
- পারিভাষিক অর্থ: হাদিস ও আছারে হযরত ওমর (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'রিবা' বা সুদ বোঝানোর জন্য। তৎকালীন আরবে সুদের এই নামটি প্রচলিত ছিল।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন: "ইন্নি আখাফু আলাইকুমুর রামা" (আমি তোমাদের ওপর 'রামা'র ভয় করছি)। অর্থাৎ তোমরা না জেনে সুদের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে—এই ভয় করছি।

---

৪. বাই (ব্যবসা) ও রিবা (সুদ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين البيع والربا؟)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী সেটেও ছিল, এখানে সংক্ষেপে)

১. ঝুঁকি (Risk): ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, সুদে ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না।

২. বিনিময়: ব্যবসায় পণ্যের বা সেবার বিনিময় হয়, সুদে কেবল টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়।

৩. উৎপাদন: ব্যবসা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, সুদ অলসতা ও শোষণ বাড়ায়।

৪. শরয়ী হুকুম: ব্যবসা হালাল, সুদ হারাম।

---

৫. বেচাকেনার প্রকারভেদ হিসেবে 'মুশারাকা', 'মুদারাবা' ও 'সালাম'-এর পরিচয় ও উদাহরণ দাও। (ما هي المشاركة والمضاربة والسلم من البيوع؟ هات بالامثلة)

উত্তর:

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় এগুলো বিনিয়োগ ও ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

১. মুশারাকা (المشاركة - Partnership):

- **সংজ্ঞা:** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মূলধন (Capital) বিনিয়োগ করে এবং লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেওয়ার শর্তে যে ব্যবসা করে।
- **উদাহরণ:** ক ও খ প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান দিল। লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হবে, ক্ষতি হলে মূলধনের অনুপাতে (৫০:৫০) বহন করবে।

২. মুদারাবা (المضاربة - Capital-Labor Partnership):

- **সংজ্ঞা:** এক পক্ষ মূলধন দেয় (সাহিবুল মাল) এবং অন্য পক্ষ শ্রম বা মেধা দেয় (মুদারিব)। লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হয়, ক্ষতি হলে কেবল মালিকের টাকা যায়, শ্রমিকের শ্রম বৃথা যায়।
- **উদাহরণ:** ব্যাংক টাকা দিল, আপনি ব্যবসা করলেন। লাভ হলে ৬০:৪০ ভাগ হলো। লস হলে ব্যাংকের টাকা যাবে, আপনি পারিশ্রমিক পাবেন না।

৩. বাই সালাম (بيع السلم - Forward Sale):

- **সংজ্ঞা:** ক্রেতা পণ্যের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে এবং বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময় পর পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়।
- **উদাহরণ:** পাইকারি ব্যবসায়ী কৃষককে এখন ১০,০০০ টাকা দিল এবং চুক্তি করল যে, ৩ মাস পর কৃষক তাকে ২০ মণ ধান দেবে। এটি জায়েজ (শর্তসাপেক্ষে)।

৬. 'বাই ফাসিদ' ও 'বাই বাতিল'-এর মধ্যে পার্থক্য এবং হুকুম উদাহরণসহ লেখ। (ميز بين البيع الفاسد والباطل مع بيان احكامهما بالامثلة)

উত্তর:

হানাফি ফিকহে এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাফেয়ি মতে যা ফাসিদ, তাই বাতিল। কিন্তু হানাফি মতে ভিন্ন।

১. বাই বাতিল (البيع الباطل):

- **সংজ্ঞা:** যে বেচাকেনা তার **মূল বা সত্তার (Asl) দিক থেকে অবৈধ**। অর্থাৎ মালই মাল নয়।
- **হুকুম:** এর কোনো আইনি অস্তিত্ব নেই। ক্রেতা কবজ করলেও মালিক হবে না।
- **উদাহরণ:** মদ, শূকর বা মৃত প্রাণী বিক্রি করা। অথবা পাগলের বেচাকেনা।

২. বাই ফাসিদ (البيع الفاسد):

- **সংজ্ঞা:** যে বেচাকেনা তার মূলে বৈধ (মাল ও দাম ঠিক আছে), কিন্তু তার **গুণ বা শর্তে (Wasf) অবৈধতা** আছে।
- **হুকুম:** এটি গুনাহের কাজ এবং বাতিল করা ওয়াজিব। তবে যদি ক্রেতা পণ্যটি **কবজ (দখল)** করে ফেলে, তবে সে 'খবিস' (দূষিত) মালিকানার অধিকারী হয়।
- **উদাহরণ:** ১০০০ টাকায় মোবাইল বিক্রি করা, কিন্তু শর্ত দেওয়া যে ১ মাস পর আবার ফেরত দিতে হবে (শর্তে ফাসিদ)। অথবা সুদি শর্তযুক্ত বিক্রি।

৭. মুনাফা (রিবহ) ও সুদের (রিবা) মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الربح والربا؟)

উত্তর:

১. রিবহ (মুনাফা):

- এটি ব্যবসার ফলাফল।
- এটি পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য।
- এতে ঝুঁকি থাকে (পণ্য নষ্ট হলে বা দাম কমলে ক্ষতি হতে পারে)।
- এটি মানুষের পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার ফল।

২. রিবা (সুদ):

- এটি ঋণের বা সময়ের মূল্য।
- এটি আসলের ওপর নিশ্চিত বৃদ্ধি।
- এতে ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না।
- এটি অন্যের অভাব বা সময়ের সুযোগ নেওয়া।

সারকথা: মুনাফা হলো 'ঝুঁকি ও শ্রমের পুরস্কার', আর সুদ হলো 'সময়ের শোষণমূলক মূল্য'।

6- عن أبي رافع قال مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا امير المؤمنين عندى اوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق واخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق فى كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان اخذ باحدى يديه واعطى بالأخرى –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- هل يجوز تبادل الذهب والورق بتاكا ؟
2- أن يحصل احد مالا حراما فما يفعل؟ بين –
3- ما هو الأوضاح؟ بين –
4- هل البيع والشراء مترادفان؟ والا فما هو الجواب عن قوله تعالى "ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا؟
5- متى لا يجوز بيع بعض على بيع بعض؟
6- ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة حكما واطلاقا؟ بين –
7- الربا المروج في الحكومة لم يكن في عهد النبي ﷺ فكيف يدخل فى النهي عنه؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي رافع قال مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا امير المؤمنين عندى اوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق واخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق فى كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان اخذ باحدى يديه واعطى بالأخرى.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি (বা আছারটি) সোনা-রুপার অলংকার বিনিময়ের ক্ষেত্রে কঠোর সমতা রক্ষার দলিল। এটি ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর সুনানুল কুবরা গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

হযরত ওমর (রা.) তাঁর পরিবারের এক শিশুর জন্য রুপার অলংকার বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে কাঁচা রুপা বা দিরহাম ছিল। কারিগর আবু রাফি (রা.)-এর কাছে তৈরি অলংকার ছিল। তিনি প্রস্তাব দিলেন কাঁচা রুপার বদলে তৈরি অলংকার নিতে। কিন্তু কারুকার্যের কারণে ওজনে কম-বেশি হবে কি না—এই শঙ্কা থেকে ওমর (রা.) যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তা এই হাদিসের প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: আবু রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সাথে কিছু 'ওয়ারিক' (রুপার দিরহাম বা টুকরো) ছিল। তিনি বললেন: "আমাদের এক শিশুর জন্য কিছু 'আওদাহ' (অলংকার) বানিয়ে দাও।" আমি বললাম: "হে আমিরুল মুমিনিন! আমার কাছে তৈরি করা আওদাহ আছে। আপনি চাইলে এই ওয়ারিক (রুপা) আমাকে দিন এবং (বিনিময়ে) আওদাহ নিয়ে নিন।"

তখন ওমর (রা.) বললেন: "(বিনিময় হবে) সমান সমান (মিসলান বি-মিসলিন)।" আমি বললাম: "জি হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি রুপাগুলো পাল্লার এক পাশে রাখলেন এবং আওদাহ (অলংকার) অন্য পাশে রাখলেন। যখন পাল্লা সমান হলো, তখন তিনি এক হাতে (অলংকার) নিলেন এবং অন্য হাত দিয়ে (রুপা) দিলেন।

ব্যাখ্যা:

- **আওদাহ (أوضاح):** রুপার তৈরি বিশেষ অলংকার বা পায়েল, যা মহিলারা ও শিশুরা পরিধান করত। এর স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে একে 'আওদাহ' (সুস্পষ্ট/উজ্জ্বল) বলা হতো।
- **সমতার নীতি:** অলংকারে কারিগরের শ্রম ও মজুরি আছে। সাধারণত মানুষ শ্রমের বিনিময়ে অলংকারের ওজন কমিয়ে দাম ধরে। কিন্তু ওমর (রা.) এখানে 'রুপার বদলে রুপা'র নীতি প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও ওজনে সমান হতে হবে। এটি প্রমাণ করে যে, রিবাউই মালে কারুকার্যের (Craftsmanship) কারণে অতিরিক্ত নেওয়া জায়েজ নেই।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সোনা বা রুপার তৈরি অলংকারের বিনিময়ে যদি কাঁচা সোনা বা রুপা বদল করা হয়, তবে ওজনে হুবহু সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে লেনদেন করতে হবে। কারুকার্যের অজুহাতে কম-বেশি করা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. সোনা ও রুপার বিনিময়ে 'টাকা' (কাগজী নোট) দিয়ে কেনা-বেচা কি জায়েজ? (هل يجوز تبادل الذهب والورق بتاكا ؟)

উত্তর:

মাসআলার স্বরূপ:

বর্তমান যুগের বাংলাদেশি 'টাকা' (Taka) বা যেকোনো কারেন্সি নোটকে ফকিহগণ 'সামানে ইস্তিলাহি' (প্রচলিত মুদ্রা) হিসেবে গণ্য করেন। এটি সোনা বা রুপার মতোই মূল্যের ধারক, তবে এর 'জিন্স' (জাত) ভিন্ন।

লেনদেনের বিধান:

সোনা/রুপা এবং টাকা—দুটি ভিন্ন জাতের মুদ্রা। এদের লেনদেনে শরিয়তের নিয়ম হলো:

১. কম-বেশি জায়েজ (তাফাজুল): যেহেতু জাত ভিন্ন, তাই ওজনে বা পরিমাণে সমান হওয়া জরুরি নয়। যেমন— ১ ভরি সোনা ১ লাখ টাকায় কেনা জায়েজ। বাজারদর অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে।

২. নগদ হওয়া ফরজ (হুলুল): লেনদেনটি অবশ্যই 'ইদান বি-ইয়াদিন' (হাতে হাতে) হতে হবে। অর্থাৎ টাকা দেওয়া এবং সোনা বুঝে নেওয়া— উভয়টি একই বৈঠকে হতে হবে।

সতর্কতা: জুয়েলারি দোকান থেকে সোনা কেনার সময় যদি টাকা বাকি রাখা হয় বা সোনা পরে ডেলিভারি দেওয়া হয়, তবে তা **'রিবা আন-নাসিয়া'** বা সুদে পরিণত হবে। ক্রেডিট কার্ডে তাৎক্ষণিক পেমেন্ট হলে তা নগদের হুকুমে গণ্য হতে পারে (শর্তসাপেক্ষে)।

---

২. যার কাছে হারাম মাল অর্জিত হয়েছে, সে তা কী করবে? (أن يحصل احد مالا حراما فما يفعل؟ بين)

উত্তর:

যদি কারো কাছে হারাম উপায়ে (যেমন—সুদ, ঘুষ, চুরি, জুয়া) অর্জিত সম্পদ জমা হয় এবং সে তওবা করতে চায়, তবে সেই মালের বিধান নিম্নরূপ:

১. মালিক জানা থাকলে:

যদি জানা যায় যে এই টাকা অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে (যেমন ঘুষ বা চুরির টাকা), তবে তা মূল মালিককে ফেরত দেওয়া ফরজ। যদি মালিক মারা গিয়ে থাকেন, তবে তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মালিককে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তওবা কবুল হবে না।

২. মালিক অজানা থাকলে:

যদি মালিককে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয় (যেমন—ব্যাংকের সুদের টাকা, যা বহু মানুষের টাকার মিশ্রণ, অথবা দীর্ঘকাল আগের পাওনা), তবে সেই টাকা বিনা সওয়াবের নিয়তে গরিব-মিসকিনদের দান করে দিতে হবে। একে 'তাসাদদুক' (দান) বলা হয়। নিজের কোনো কাজে বা মসজিদের মূল নির্মাণে এই টাকা লাগানো যাবে না, তবে জনকল্যাণমূলক কাজ (যেমন পাবলিক টয়লেট, রাস্তা) করা যাবে।

৩. মিশ্রিত সম্পদ:

যদি হালাল ও হারামের মিশ্রণ থাকে, তবে প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে হারামের পরিমাণ আলাদা করে দান করতে হবে এবং বাকিটা হালাল হিসেবে ভোগ করতে পারবে।

---

৩. 'আওদাহ' (الأوضاح) কী? ব্যাখ্যা করো। (ما هو الأوضاح؟ بين)

উত্তর:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আওদাহ' শব্দটি 'ওয়াদাহ' (وضَح) শব্দের বহুবচন। এর মূল অর্থ হলো—শুভ্রতা, উজ্জ্বলতা বা স্পষ্টতা।
- পারিভাষিক অর্থ: তৎকালীন আরবে খাঁটি রুপা (দিরহাম) দিয়ে তৈরি এক ধরনের বিশেষ অলংকারকে 'আওদাহ' বলা হতো। এটি সাধারণত মহিলারা এবং ছোট শিশুরা পায়ে (নূপুর হিসেবে) বা হাতে (কাঁকন হিসেবে) পরত।

যেহেতু রুপা পরিষ্কার করলে খুব চকচক করে এবং সাদা দেখায়, তাই এই অলংকারগুলোকে 'আওদাহ' বলা হতো। হাদিসে হযরত ওমর (রা.) তাঁর বাচ্চার জন্য এই আওদাহ তৈরির বা বিনিময়ের কথা বলেছেন।

---

৪. 'বাই' (বিক্রয়) ও 'শিরা' (ক্রয়) কি সমার্থক শব্দ? "তোমরা আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না"—আয়াতের ব্যাখ্যা কী? (هل البيع والشراء مترادفان؟ والا فما هو الجواب عن قوله تعالى "ولا تشتروا بایاتي ثمنا قلیلا؟)

উত্তর:

ক. শাব্দিক বিশ্লেষণ:

আরবি ভাষায় 'বাই' (بيع) এবং 'শিরা' (شراء) শব্দ দুটি ভাষাগতভাবে 'আদদাদ' (বিপরীতার্থক)।

- 'বাই' মানে পণ্য দিয়ে টাকা নেওয়া (বিক্রি)।
- 'শিরা' মানে টাকা দিয়ে পণ্য নেওয়া (ক্রয়)।

সুতরাং এরা 'মুতারাদিফ' (সমার্থক) নয়, বরং বিপরীত। তবে ব্যাপক অর্থে উভয়টিই 'বিনিময়' (মুবাদালা) বোঝায়।

খ. আয়াতের ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন: "{وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}" - তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করো না। (বাকারা: ৪১)

এখানে 'তাশতারু' (ক্রয় করো না) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা আয়াত 'বিক্রি' করে দুনিয়া নিচ্ছিল।

- **জবাব:** এখানে 'শিরা' বা ক্রয় শব্দটি রূপক অর্থে **'ইস্তিবদাল' (বিনিময় বা পরিবর্তন)**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আখেরাতের অনন্ত সওয়াব ও সত্যের বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ করো না (বিনিময় করো না)। যেহেতু বিনিময়ে এক পক্ষ দেওয়া ও অন্য পক্ষ নেওয়া হয়, তাই এখানে 'ক্রয়' শব্দটি 'বিনিময়'-এর ব্যাপক অর্থে এসেছে।

---

৫. কখন একজনের বিক্রির ওপর আরেকজনের বিক্রি (বাই আলা বাই) জায়েজ নয়? (متى لا يجوز بيع بعض على بيع بعض؟)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিক্রয়ের ওপর বিক্রি না করে।"

এটি হারাম হওয়ার নির্দিষ্ট সময় ও শর্ত আছে:

১. **নিষিদ্ধ সময়:** যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা দামদর ঠিক করে ফেলেছে এবং একমত হয়েছে (একে 'রুকুন' বা ঝুঁকে পড়া বলে), অথবা চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত—ঠিক এই মুহূর্তে যদি তৃতীয় কোনো ব্যবসায়ী এসে ক্রেতাকে বলে, "তুমি ওটা নিও না, আমি তোমাকে আরও কম দামে দিচ্ছি" বা "আরও ভালো মাল দিচ্ছি"—এটি হারাম। কারণ এতে প্রথম বিক্রেতার হক নষ্ট হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

২. **জায়েজ সময়:** যদি এখনো দরদাম চলছে (Musa'amah Stage), কেউ রাজি হয়নি বা কথা পাকা হয়নি—এমতাবস্থায় অন্য বিক্রেতা তার পণ্যের প্রস্তাব দিলে তা জায়েজ। এটি প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

---

৬. রিবা আল-ফজল এবং রিবা আন-নাসিয়া-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة حكما واطلاقا؟ بين)

উত্তর:

১. রিবা আল-ফজল (অতিরিক্ত সুদ):

- **পরিচয়:** একই জাতীয় রিবাউই পণ্য (সোনা-সোনা, খেজুর-খেজুর) হাতে হাতে বিনিময়ের সময় পরিমাণে কম-বেশি করা।
- **উদাহরণ:** ১ কেজি ভালো খেজুরের বদলে ২ কেজি খারাপ খেজুর নগদ নেওয়া।
- **হুকুম:** এটি হারাম। কারণ এটি মানুষকে রিবা আন-নাসিয়ার দিকে ধাবিত করে।

২. রিবা আন-নাসিয়া (মেয়াদি সুদ):

- **পরিচয়:** ঋণের বিপরীতে সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত নেওয়া। অথবা রিবাউই পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বাকি রাখা।
- **উদাহরণ:** ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১ মাস পর ১১০ টাকা নেওয়া। অথবা আজ সোনা দিয়ে ১ মাস পর সোনা নেওয়া।
- **হুকুম:** এটি কুরআনের অকাট্য দলিলে হারাম এবং এটিই জাহেলি যুগের মূল সুদ। এটি রিবা আল-ফজলের চেয়েও মারাত্মক।

---

৭. বর্তমানে প্রচলিত সরকারি বা ব্যাংকিং সুদ তো নবীজির যুগে ছিল না, তাহলে তা কীভাবে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে? (الربا المروج في الحكومة لم يكن في عهد النبي ﷺ فكيف يدخل فى النهي عنه؟)

উত্তর:

কেউ কেউ দাবি করেন যে, কুরআনে 'ব্যক্তিগত সুদ' নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক 'ব্যাংকিং বা সরকারি সুদ' (Commercial Interest) তখন ছিল না, তাই তা হারাম হবে না। এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। কারণ:

১. ইল্লত বা কারণের অভিন্নতা:

শরিয়তের মূলনীতি হলো—নাম বদলালে হুকুম বদলায় না, যদি হাকিকত (বাস্তবতা) এক থাকে। নবীজির যুগের সুদের সংজ্ঞা ছিল—"সময়ের বিনিময়ে আসলের ওপর অতিরিক্ত নেওয়া"। বর্তমান ব্যাংকিং সুদের সংজ্ঞাও হুবহু এক—"টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া"। সুতরাং উভয়টিই এক।

২. আয়াতের ব্যাপকতা (আম):

আল্লাহ বলেছেন, "{وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}" - আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে (সব ধরনের) হারাম করেছেন। এখানে 'আর-রিবা' শব্দে আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে সমস্ত প্রকার সুদকে অন্তর্ভুক্ত করেছে—তা ব্যক্তিগত হোক, প্রাতিষ্ঠানিক হোক বা সরকারি হোক।

৩. ঐতিহাসিক প্রমাণ:

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, জাহেলি যুগেও মক্কার বনিকরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বড় কাফেলার জন্য সুদে ঋণ নিত (উৎপাদনশীল ঋণ)। নবীজি (সা.) বিদায় হজ্জে সব ধরনের জাহেলি সুদ বাতিল ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে আব্বাস (রা.)-এর ব্যবসায়িক সুদি লগ্নীও ছিল। তাই আধুনিক সুদ কুরআনের নিষেধাজ্ঞার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

8- عن فضالة بن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فاردت أن ابيعها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال الفصل بعضها من بعض ثم بعها كيف شئت –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- متي وقعت غزوة خيبر؟ فصل الواقعة –
2- هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟
3- ما فعل النبي ﷺ بغنائم خيبر؟ أوضح –
4- كم قلعة كانت في خيبر؟ سم اسمائها –
5- ما معنى الربوا لـغـة وشرعا ؟ ثم بين الفرق بين البيع والربوا –
6- ما هي علة الربوا في الأموال الربوية؟
7- هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا ؟
8- هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟
9- اذا حصل للرجل مال حرام نما يفعل؟ بين بيانا شافيا -

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن فضالة بن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فاردت أن ابيعها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال الفصل بعضها من بعض ثم بعها كيف شئت.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি সোনা ও অন্য কোনো ধাতু বা বস্তু মিশ্রিত গহনা বিক্রির বিধান সংক্রান্ত। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৯১), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এবং ইমাম নাসায়ি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

খায়বার যুদ্ধের সময় গনীমত হিসেবে সাহাবিরা অনেক স্বর্ণালঙ্কার পেয়েছিলেন। হযরত ফাদালা (রা.) একটি হার পেয়েছিলেন যাতে সোনা এবং পুতি (পাথর/মুক্তা) একসাথে গাঁথা ছিল। তিনি এটি না ভেঙে বিক্রি করতে চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে সঠিক নিয়ম শিখিয়ে দেন। কারণ সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করতে হলে ওজনে সমান হওয়া ফরজ। হারটি না ভাঙলে সোনার সঠিক ওজন জানা সম্ভব ছিল না, ফলে কম-বেশি হওয়ার (সুদ) আশঙ্কা ছিল।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: খায়বার যুদ্ধের দিন আমি (গনীমত হিসেবে) একটি হার বা কণ্ঠহার পেলাম, যাতে সোনা এবং পুতি (পাথর) মিশ্রিত ছিল। আমি সেটি বিক্রি করতে চাইলাম। তাই আমি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এলাম এবং তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন: "একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করো (সোনা ও পাথর পৃথক করো), এরপর তুমি যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো।"

ব্যাখ্যা:

- **কিলাদাহ (قِلَادَة):** গলার হার। এতে সোনা এবং 'খারাজ' (পুতি/রত্ন) মিশ্রিত ছিল।
- **ইফছিল (افصل):** রাসুল (সা.) নির্দেশ দিলেন পাথরগুলো খুলে ফেলতে। যাতে শুধু সোনার ওজন করা যায়।
- **সমস্যা ও সমাধান:** যদি সোনা ও পাথর মিশ্রিত হারের বিনিময়ে কেউ সোনা বা স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) দেয়, তবে হারের ভেতরের সোনার পরিমাণ মুদ্রার সোনার পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। এই সন্দেহজনক অবস্থা (গারার) এবং সম্ভাব্য সুদ (রিবা আল-ফজল) থেকে বাঁচার জন্য আলাদা করে ওজন করাই একমাত্র পথ।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সোনা বা রুপার সাথে অন্য কোনো বস্তু (যেমন পাথর, তামা) যুক্ত থাকলে, তা ওই জাতীয় মুদ্রার (দিনার/দিরহাম) বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না, যতক্ষণ না সেগুলোকে পৃথক করে ওজন নিশ্চিত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. খায়বার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দাও। (متي وقعت غزوة خيبر؟ فصل الواقعة)

উত্তর:

সময়কাল:

ঐতিহাসিকদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, খায়বার যুদ্ধ ৭ম হিজরি সনের মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরের ঘটনা।

যুদ্ধের বিবরণ (তাফসিলুল ওয়াকিয়া):

- **পটভূমি:** খায়বার ছিল মদিনা থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে ইহুদিদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা (বনু নাজির ও বনু কুরাইজা) এখানে আশ্রয় নিয়ে মক্কার কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল।
- **অভিযান:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৪০০ বা ১৬০০ সাহাবি নিয়ে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হন। ইহুদিদের প্রায় ১০,০০০ যোদ্ধা এবং সুরক্ষিত দুর্গ ছিল।
- **বিজয়:** মুসলিম বাহিনী একে একে ইহুদিদের দুর্গগুলো জয় করতে থাকে। সবচেয়ে শক্তিশালী 'কামুস' দুর্গ জয়ে বেগ পেতে হয়। অবশেষে রাসুল (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর হাতে ঝান্ডা তুলে দেন এবং তাঁর বীরত্বে আল্লাহ কামুস দুর্গ বিজয়ের ফয়সালা দেন। এই যুদ্ধেই হযরত আলী (রা.) 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) হিসেবে খ্যাতি পান। এই যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদি নিহত হয় এবং ১৫-২০ জন মুসলিম শহীদ হন।

---

২. খায়বার কি শক্তি প্রয়োগে (আনওয়াতান) বিজিত হয়, নাকি সন্ধির মাধ্যমে (সুলহান)? (هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟)

উত্তর:

খায়বারের বিভিন্ন দুর্গ বিভিন্নভাবে বিজিত হয়েছিল। তাই ফকিহদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে।

১. জুমহুর ও হানাফি মত (আনওয়াতান):
অধিকাংশ দুর্গ (যেমন কামুস, নাতাত) মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে (আনওয়াতান) জয় করেছিল। ইহুদিরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই খায়বারের মূল ভূমি 'গনীমত' বা বিজিত ভূমি হিসেবে গণ্য।
২. আংশিক সন্ধি (সুলহান):
খায়বারের শেষ দুটি দুর্গ (ওয়াতিহ এবং সুলালিম)-এর অধিবাসীরা যুদ্ধ না করেই মুসলিমদের অবরোধ দেখে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। রাসুল (সা.) তাদের রক্তরক্ষা করার শর্তে সন্ধি মেনে নেন।
সিদ্ধান্ত: সামগ্রিকভাবে খায়বারকে 'আনওয়াতান' বা শক্তি প্রয়োগে বিজিত ভূমি বলা হয়, যদিও এর কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে এসেছিল।

---

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারের গনীমত বা সম্পদ নিয়ে কী করেছিলেন? (ما فعل النبي ﷺ بغنائم خيبر؟ أوضح)

উত্তর:
খায়বার বিজয়ের পর বিপুল পরিমাণ জমি, খেজুর বাগান এবং সম্পদ হস্তগত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ করেছিলেন:
১. জমির বন্টন:
যেহেতু জমিগুলো 'আনওয়াতান' বিজিত ছিল, তাই তিনি জমিগুলো মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন। মোট জমিকে ৩৬টি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১৮ ভাগ ছিল সাধারণ মুজাহিদদের জন্য এবং বাকি ১৮ ভাগ ছিল রাসুল (সা.)-এর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন (যেমন প্রতিনিধি দলের খরচ, গরিবদের সাহায্য) মেটানোর জন্য।
২. মুআমালাহ বা বর্গা চাষ:
ইহুদিরা আবেদন করল, "আমাদের জমি থেকে উৎখাত করবেন না। আমরা চাষাবাদ জানি, আমাদের অর্ধেক ফসল দিয়ে দিন, বাকি অর্ধেক আমরা আপনাদের দেব।" রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। এটিই ইসলামে 'মুজারা'আ' বা বর্গা চাষের বৈধতার দলিল। যতদিন আল্লাহ চান

ততদিন তাদের সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (পরবর্তীতে হযরত ওমর রা. তাদের সেখান থেকে বের করে দেন)।

---

৪. খায়বারে কতটি দুর্গ (কিল্লা) ছিল? নামগুলো উল্লেখ করো। (كم قلعة كانت في خيبر؟ سم اسمائها)

উত্তর:

খায়বার ছিল মূলত অনেকগুলো দুর্গের সমষ্টি। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদি (রহ.)-এর মতে, খায়বারে প্রধানত ৮টি বড় ও মজবুত দুর্গ ছিল। এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

প্রথম ভাগ (৫টি দুর্গ):

১. নাঈম (حصن ناعم): এটি সর্বপ্রথম বিজিত হয়।

২. সা'ব ইবনে মুয়াজ (حصن الصعب): এখানে প্রচুর খাদ্যশস্য ও চর্বি পাওয়া যায়।

৩. জুবায়ের (حصن الزبير): এটি পাহাড়ের ওপর ছিল।

৪. উবাই (حصن أبي): এটি বেশ শক্তিশালী ছিল।

৫. নিজার (حصن النزار): এটিও যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ (৩টি দুর্গ):

৬. কামুস (حصن القموص): এটি ছিল আবুল হুকাইকের দুর্গ এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত। হযরত আলী (রা.) এটি জয় করেন।

৭. ওয়াতিহ (حصن الوطيح): সন্ধির মাধ্যমে বিজিত।

৮. সুলালিম (حصن السلالیم): এটিও সন্ধির মাধ্যমে বিজিত।

---

৫. রিবা (সুদ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং বাই ও রিবার পার্থক্য লেখ। (ما معنى الربوا لـغـة وشرعا ؟ ثم بين الفرق بين البيع والربوا)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী সেটগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে মূল পয়েন্টগুলো দেওয়া হলো)

অর্থ:

- **আভিধানিক:** বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত।
- **পারিভাষিক:** লেনদেনে মালের বিনিময়ে মাল ছাড়া যে অতিরিক্ত অংশ শর্ত করা হয়।

পার্থক্য:

১. হালাল-হারাম: বাই হালাল, রিবা হারাম।
২. ঝুঁকি: ব্যবসায় ঝুঁকি আছে, সুদে ঝুঁকি নেই।
৩. উৎপাদন: ব্যবসা পণ্য উৎপাদন করে, সুদ কেবল অর্থের শোষণ।

---

৬. রিবাউই মালের মধ্যে সুদের 'ইল্লত' বা কারণ কী? (ما هي علة الربوا في الأموال الربوية؟)

উত্তর:

(এটিও পূর্বে আলোচিত হয়েছে)

হানাফি মত: ইল্লত হলো 'কদর' (ওজন/মাপ) এবং 'জিন্স' (একই জাত)।

শাফেয়ি মত: ইল্লত হলো 'সামানিয়্যাত' (মুদ্রা হওয়া) এবং 'তু'ম' (খাদ্য হওয়া)।

মালিকি মত: ইল্লত হলো সংরক্ষণযোগ্য প্রধান খাদ্য।

---

৭. সোনা ও রুপার বিনিময়ে 'টাকা' (Taka) দিয়ে কেনা-বেচা কি জায়েজ? (هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا ؟)

উত্তর:

হুকুম:

হ্যাঁ, সোনা বা রুপার বিনিময়ে বাংলাদেশি টাকা বা যেকোনো কারেন্সি দিয়ে কেনা-বেচা করা জায়েজ।

শর্তাবলি:

১. তাফাজুল (কম-বেশি): যেহেতু সোনা এবং টাকা ভিন্ন জাতের, তাই পরিমাণের সমতা জরুরি নয়। বাজারদর অনুযায়ী ১ ভরি সোনা ১ লাখ টাকায় বিক্রি করা জায়েজ।

২. হুলুল (নগদ): লেনদেনটি অবশ্যই নগদ (হাতে হাতে) হতে হবে। সোনা নেওয়া এবং টাকা দেওয়া—উভয়টি একই বৈঠকে সম্পন্ন হতে হবে। বাকিতে সোনা কেনা (টাকা পরে দেব) বা অগ্রিম টাকা দিয়ে পরে সোনা নেওয়া (যদি সুনির্দিষ্ট পণ্য না হয়)—এগুলো সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে আধুনিক ফকিহগণ জুয়েলারি শপ থেকে নির্দিষ্ট গহনা তৈরির জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়াকে 'ইসতিসনা' (অর্ডার দিয়ে তৈরি করা) হিসেবে জায়েজ বলেছেন।

---

৮. সোনার বিনিময়ে দিরহাম (রুপা) অথবা এর উল্টোটি বাকিতে (নাসিয়া) বিক্রি করা কি জায়েজ? মতভেদসহ লেখ। (هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟)

উত্তর:

হুকুম:

সোনা এবং রুপা (অথবা টাকা এবং ডলার) ভিন্ন জাতের মুদ্রা। এগুলো বাকিতে (নাসিয়া) কেনা-বেচা করা সকল মাযহাবের ঐকমত্যে হারাম।

- **ইজমা:** সাহাবি, তাবেয়ি এবং চার ইমাম একমত যে, ভিন্ন জাতের মুদ্রা বিনিময়ে কম-বেশি জায়েজ হলেও বাকি জায়েজ নয়।

দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

অর্থ: সোনার বিনিময়ে রুপা হলো সুদ, যদি না তা হাতে হাতে (নগদ) হয়। (বুখারি)

---

৯. যদি কারো কাছে হারাম মাল জমা হয়, তবে সে কী করবে? (اذا حصل للرجل مال حرام نما يفعل؟ بين بيانا شافيا)

উত্তর:

হারাম মাল (যেমন—সুদ, ঘুষ, জুয়া, বা অবৈধ দখলের সম্পদ) থেকে মুক্তি পাওয়ার শরয়ী পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. মালিক বা ওয়ারিশকে ফেরত দেওয়া:

যদি হারাম মালের প্রকৃত মালিক জানা থাকে (যেমন—ঘুষ যার কাছ থেকে নিয়েছে, বা যার জমি দখল করেছে), তবে সেই মাল তাকে বা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের ফেরত দেওয়া ফরজ। মালিক জীবিত বা তার ওয়ারিশ থাকা অবস্থায় দান করলে দায়মুক্তি হবে না।

২. তাসাদদুক (সওয়াব ছাড়া দান):

যদি মালিককে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয় (যেমন—বহুকাল আগের অপরিচিত লোকের পাওনা, অথবা ব্যাংকের সুদ যা জনগণের টাকার মিশ্রণ), তবে সেই পুরো টাকা বিনা সওয়াবের নিয়তে গরিব-মিসকিনদের দান করে দিতে হবে।

- **নিয়ত:** "হে আল্লাহ! এই নাপাক মাল আমার কাছে বোঝা, আমি তা থেকে পবিত্র হতে চাই।" সওয়াবের আশা করা যাবে না, কারণ "আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু কবুল করেন না।"

৩. জনকল্যাণমূলক কাজ:

হারাম টাকা দিয়ে মসজিদ বা মাদরাসা বানানো যাবে না (ইবাদতের স্থান পবিত্র হতে হয়)। তবে রাস্তাঘাট, কালভার্ট, পাবলিক টয়লেট বা নলকূপ বসানো—যা সর্বসাধারণের উপকারে আসে, এমন কাজে ব্যয় করা জায়েজ।